Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household.
Length of the interview/discussion: 51.59 minutes
ID: IDI_AMR207_HH_R_24 May 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family Members
Female	20	Class-VII	Caregiver	16,000 BDT	1 Year-Male	NO	Bangali	Total=4; Child-2, Husband, Wife (Res.),Father-in-law, Mother-in-law

প্রশ্নকর্তাঃ আসসালামু আলাইকুম। আমি হচ্ছি এস এম এস ঢাকা আসিডিডিআরবি মহাখালী কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি। আমরা আপা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি মানুষ এবং বাসাবাড়িতে যে সমস্ত গবাদী পশু পাখি আছে তারা অসুস্থ্য হলে আপনারা কি করেন, পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য কোথায় যান, এবং এই অসুস্থ্যতার জন্য কি ধরনের এ্যান্টোবায়োটিক আপনারা কিনে থাকেন এবং এ্যান্টোবায়োটিক কিনার পর কিভাবে সেগুলো ব্যবহার করেন সে সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। তো এই গবেষনা থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্য পাবো ঐগুলো ভবিষ্যতে জনসাধারনকে উৎসাহিত করার জন্য এবং এ্যান্টোবায়োটিক এর যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটা কাজ করা হবে। তো আপনার যে তথ্য আমরা এখান থেকে নিব সেইটা গোপনীয় রাখবো, শুধু মাত্র গবেষনার কাজে ব্যবহার করা হবে। তো ভাল আছেন আপা?

উত্তরদাতাঃ হ্যা ভাল আছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যা আচ্ছা। তো আপনার কি নাম আপা?

উত্তরদাতাঃ আমার নাম মিস ওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ মিস ওয়াই। আচ্ছা। আপনি যদি আপনার পরি.. কি হিসেবে মানে গৃহিনী হিসেবে .. শুধু আপনি গৃহিনী না কোন কাজ করেন আপা?

উত্তরদাতাঃ গৃহিনীই ওই আবার সংসারের নানান ধরনের কাজ করা হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কাজ করা হয়। আর কোন কাজের সাথে তো জড়িত না, না?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা। মানে শুধু গৃহিনী, অন্য কোন কাজ করেন আর?

উত্তরদাতাঃ না, বাড়িতেই সংসার করি, বেগুন ক্ষেতে কাজ করি, গুরু পালি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আচ্ছা। তো আপনার পরিবারে মানে কে কে আছে?

উত্তরদাতাঃ শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী তারপরে বাচ্চা আছে দুইজন।

প্রশ্নকর্তাঃ দুই জন বাচ্চা আছে?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা। তো দুই জন, ছোট বাচ্চার বয়স কত আপা?

উত্তরদাতাঃ এক বছর।

প্রশ্নকর্তাঃ এক বছর, আর বড় জনের?

উত্তরদাতাঃ আট বছর।

প্রশ্নকর্তাঃ আট বছর, আচ্ছা। তাহলে এইযে টোটাল আপনারা ৬জন হলেন আপনারা বাড়িতে।

উত্তরদাতাঃ হ্যা জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ মাঝে মধ্যে কি অন্য কেউ বাড়িতে আসে? মানে বেড়ানোর জন্য এসে থাকে মাঝে মধ্যে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা থাকে, আত্মীয় স্বজন আছে তারা থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ কে আসে, কারা কারা আসে?

উত্তরদাতাঃ একটা ননদ আছে, বাপের বাড়ির মানুষ আছে তারা থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা। আর কেউ কি আসে আপনার ননদ ছাড়া?

উত্তরদাতাঃ এমনি আত্মীয় স্বজনে মাঝে মধ্যে আসে, সবসময় আসেনা তারা, আসে দিন আয়ে দিন যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচছা।

উত্তরদাতাঃ এই ধরনের।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার বাসায় কি ধরনের প্রানী আছে, গরু, ছাগল, হাস মুরগী?

উত্তরদাতাঃ গরু আছে দুটো আর হচ্ছে মুরগী আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কয়টা মুরগী?

উত্তরদাতাঃ ৬টা।

প্রশ্নকর্তাঃ ৬টা। আর কিছু কি আছে আপা? ছাগল হাস?

উত্তরদাতাঃ না না। ছাগল হাঁস নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে পরিবারের আয় কেমন? ভাই কি কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ ডেকোরেশনের ব্যবসা করে।

প্রশ্নকর্তাঃ এমনে মাসে তার গড়ে আয় কত ধরেন?

উত্তরদাতাঃ ১০ হাজার টেকার মতো।

প্রশ্নকর্তাঃ ১০ হাজার নাকি মাঝে মধ্যে আর একটু বেশি হয়?

উত্তরদাতাঃ বেশিও হয় মাঝে আবার ১০ হাজার টেকার কমও হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আরেকটু কি বেশি হবে মানে ১২/১৪ হাজার বা ১৫?

উত্তরদাতাঃ (পাশে থেকে একজন পুরুষ লোকের কথা শোনা যায়, মা আযান দিবে তো) এটা ও হয় কিছু। একমাসে বেশিও হয়, ১০ হাজার ২০ হাজার, ২০ হাজারও হয় আবার দুই মাসে ৫ হাজার টেকা হয়না। ঘর ভাড়ার টেকাও হয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ না এমনে ধরেন যে গড়ে এই যে ১০ হাজারের চেয়ে আরেকটু বেশি কি হবে?

উত্তরদাতাঃ মাসে হয়না। কিন্তু এহেক সময় আছে এক মাসে হয় আবার কিছু বেশি।

প্রশ্নকর্তাঃ আর ঘরের যে পরিবারের অন্যান্য আপনার যে শশুর আছে বা আয় আছে সাংসারিক এইখান থেকে কত টাকা আসে আপনার মাসে?

উত্তরদাতাঃ ৫/৬ হাজার টেকার মতো আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ ৫/৬ হাজার টাকার মতো আসে। তাহলে আমরা যদি ৬ হাজার ধরি এইখানে ১০ হাজার ধরি তাহলে ১৬ হাজার টাকার মতো আসে?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছ। আর আপনাদের এইখানে যে ঘর দেখতেছি আপা এইটার কি নিচে মাটি আর উপরে চারিদিকে টিন, এইটাকে আপনারা কি বলেন? টিন সেড বলেন নাকি কি বাড়ি বলে এইটাকে?

উত্তরদাতাঃ টিনসেটই বলে।

প্রশ্নকর্তাঃ টিনসেডই বলে, না? আচ্ছা এইখানে হচ্ছে কয়টা ঘর আপু?

উত্তরদাতাঃ তিনটা ঘর আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তিনটা ঘর, চা্রটা ঘর আছে।

উত্তরদাতাঃ তিনটা, একটা গোয়াল আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো আপনাদের মানে আপনাদের ভিটে এইটা ছাড়া আর কি কি জমি আছে আপনাদের? ধানের জমি আছে?

উত্তরদাতাঃ না। ধানের জমি নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এমনে অন্য কোন সম্পত্তি বা আর কিছু আছে?

উত্তরদাতাঃ নাই। বেগুন ক্ষেত টুকুই আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ বেগুন ক্ষেত। ঐখানে কতটুকু জায়গা আপা?

উত্তরদাতাঃ কিজান কতটুকু হবেনে! (পাশে থেকে একজন পুরুষ বলে, জাগা আছে হচ্ছে গিয়া ৪০) ৪০ ডেসিমাল আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। আর ঘরের মধ্যে কি কি আছে আ্পা? ফ্রিজ টিভি, আছে?

উত্তরদাতাঃ ফ্রিজ আছে আর টিভি আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ টিভি আছে। আর শোকেস আলমারী?

উত্তরদাতাঃ না, শোকেস আছে। ফ্রিজ দিছে বাপের বাড়িরা তাও (হাসি)।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। আর খাট বা ড্রেসিং টেবিল? কাপড় রাখার কোন?

উত্তরদাতাঃ খাট নাই এমনে একটা চৌকি। (বাচ্চা কান্না করে)

প্রশ্নকর্তাঃ তো এখন যেইটা আপা জানতে চাচ্ছিলাম..(একটু পজ আছে মনে হয়) আপা যেইটা জানতে চাচিছলাম আপনার পরিবারে যে দুইজন বাচ্চা আছে, শশুর শাশুড়ী আছে উনারা যদি অসুস্থ্য হয় তাহলে আপনারা কোথায় যান বা কোত্থেকে স্বাস্থ্য সেবা নেন এই বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলাম যেমন পরিবারের সবাই কি এখন সুস্থ্য আছে ভাল আছে?

উত্তরদাতাঃ অনেকেই ভাল আছে আবার অনেকেই ভাল নাই। এই যে শাশুড়ী আছে অসুখ সব সময় থাকেই।

প্রশ্নকর্তাঃ উনার কি সমস্যা?

উত্তরদাতাঃ উনার হইলো শরীরের লগে তো সাদা অসুখ আছেই (বাচ্চা বেশ জোরে কান্না করে)।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ আবার হইলো ব্যথা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ কিছু দিন আগে অপরেশন করে আনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কিসের অপরেশন উনার?

উত্তরদাতাঃ এইটা কোমরে হাড় গেছিল গা। সেই হাড় হইলো বাতিল কইরে নিয়ে নতুন একট ভইরে দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কোথায় করছে আপা?

উত্তরদাতাঃ এইটা ..... তে রাখছিলাম একমাস তারপর আবার ..... হাসপাতালে রাখছিলাম মিরপুর। (৫মিনিট)

প্রশ্নকর্তাঃ আ্চছা আচছা। তো কেউ কি মানে ঘন ঘন অসুস্থ্য হয়? এইরকম কেউ আছে পরিবারে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা আছে। আমিও আছি, শাশুড়ীও আছে, শশুরও আছে আবার বড় বাচ্চাও আমার।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কি সমস্যা হয়? যেমন যদি আপনারটা বলেন, আপনার প্রথমে আগে শুনি?

উত্তরদাতাঃ আমারটা হলো শ্বাসকষ্ট রুগী। আমার মাসে দুই তিনবার দেখা দেয় আমি ওষুধ খাই। ওষুধ খাওয়ার মধ্যে কিছু কমে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা॥ মানে এইটা কি শ্বাসকষ্ট, কবে থেকে এই শ্বাসকষ্ট?

উত্তরদাতাঃ শ্বাসকষ্ট ছোটকাল থেকেই আমার।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে তখন আপনার বয়স কত?

উত্তরদাতাঃ দুই বছর, নয় দেড় বছরের কাল থাইকাই আমার এইটা।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে কি প্রতিমাসেই আপনি ভুগেন শ্বাসকষ্টে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা প্রতিমাসেই ভুগি্ দুইবার করে একবার করে আছেই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এই জন্যে ওষুধ বা কিছু খাইছেন আপা?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ খাইতাছি। ইনহেলার ব্যবহার করছিলাম ইনহেলারে কাজ হইনাই। এখন আবার অন্য ওষুধ খাইতাছি। মেশিনে ভইরে থাকে ঐ ওষুধ।

প্রশ্নকর্তাঃ কি ধরনের ওষুধ খান?

উত্তরদাতাঃ এমনি ট্যাবলেট মেশিংগের ভিতরে ভইরে তারপরে সেইটার্রে খাওন লাগে। গ্যাসের মতো ব্যবহার।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। মানে একটা ট্যাবলেটের দাম কত এইগুলা?

উত্তরদাতাঃ এইটা দামআছে। দুই ফাইল আছে ৩০টা ট্যাবলেট থাকে। ৩০টা ৩০টা ৬০টা, ৫০০ টেকা।

প্রশ্নকর্তাঃ উরিব্বাবা! এইটা নরমাল কোন ওষুধ নাকি এ্যান্টোবায়োটিক নাকি পাওয়ারের ওষুধ নাকি এইটা কি?

উত্তরদাতাঃ পাওয়ারের ওষুধ।

প্রশ্নকর্তাঃ পাওয়ারের ওষুধ?

উত্তরদাতাঃ হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা। এইটা কি প্রতিদিনই খাইতে হয় আপনাকে?

উত্তরদাতাঃ খাইনে। প্রতিদিন খাইলে আর আমাগো কাজ হইতো! যখন দেখি যে সময় খারাপ লাগতিছে তখন খাই। (আবার বাচ্চা কান্না করে উঠে)।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে ডাক্তার যে বলে প্রতিদিনই খাইতে বলে? প্রতিদিনই খাইতে বলে নাকি কি করে?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারে নিয়মিত মানে প্রতিদিনই খাইতে বলছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ দুইবেলা করে খাইতে বলছে। সকাল আর বিকাল খাইতে বলছে। কিন্তু আমি তা করিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ কতদিন খাইতে হবে এইটা এইভাবে?

উত্তরদাতাঃ খাইতে হবে, ডাক্তার তো বইলা রাখছে যে এইডার অহনতর ওষুধ বের হইনাই। এইডা যতদিন আছে, ততদিন এই চলতে হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ যতদিন বাঁচবেন প্রতিদিন দুইটা দুইটা করে এইভাবে খাইতে হবে?

উত্তরদাতাঃ প্রতিদিন খাইতে হবে, ডাক্তারে এইডা বইলা দিছিল। কিন্তু আমরা প্রতিদিন তো আর পারবোনা!

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কোন ডাক্তার মানে কোন ডাক্তার বলছিল?

উত্তরদাতাঃ এইটা ঢাকাত কোন ডাক্তার এখন আমার মনে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা পাশ করা ডাক্তার না গ্রামের পল্লী চিকিৎসক?

উত্তরদাতাঃ না, পাশ করা ডাক্তার, ভাল ডাক্তারই।

প্রশ্নকর্তাঃ বড় ডাক্তার, ঢাকাতে গেছিলেন?

উত্তরদাতাঃ হু। বড় ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আজকে কত বছর ধরে আপনি এই ওষুধটা খাচ্ছেন? মানে শ্বাসকষ্টের জন্য?

উত্তরদাতাঃ নয় দশ বছর ধইরে এইডা ব্যবহার করতাছি কিন্তু আগে থাইকা অনেক কিছুই খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এইটা হলো ওষুধ নাকি ইনহেলার কোনটা?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ?

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে ঐটা দুই ফাইলের দাম হচ্ছে ৫০০ টাকা?

উত্তরদাতাঃ ৩০টা ট্যাবলেট থাকে। ৩০টা ৩০টা ৬০টা। ৬০ট্যাবলেট ৫০০।

প্রশ্নকর্তাঃ ৫০০ টাকা। উরিবাবা অনেক দাম। আর যেটা বললেন আপনার শশুর শাশুড়ীর বললেন, আপনার বললেন আর আপনার শশুরের কি সমস্যা?

উত্তরদাতাঃ শশুরের এমনি ব্যথা আছে এমনে চোখের সমস্যা আছে আবার হইলো পেটে পাথর হইছিল সেইটা হইলো..

প্রশ্নকর্তাঃ ব্যথা কি জন্য মানে ব্যথা কিসের থেকে হইছিল?

উত্তরদাতাঃ ব্যথা কিসের জন্য ইহছে এইটা সেইটা কি করে বলবো!

প্রশ্নকর্তাঃ মানে উনার কোন বা কোন..

উত্তরদাতাঃ ওপারেশন হইছে। ওপরেশন হইছিল ঐযে পেটে পাথর হইছিল তো তখন ওপরেশন হইছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। সেইখান থেকে আপনার ইয়ে হইছে।

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো যদি কেউ অসুস্থ্য মানে পরিবারে যদি কেউ অসুস্থ্য হয়ে যায় মানে আপনারা দেখাশুনা কে করে? (মনে হয় একটা পজ আছে) বলতেছিলাম এইযে ধরেন যখন কেউ পরিবারে .. আপনারা প্রায়ই তো অসুস্থ্য .. আচ্ছা দুই বাচ্চা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম যে দুই বাচ্চাও তো অসুস্থ্য হয় বললেন, ওদের কি ধরনের অসুবিধা হয় আপা?

উত্তরদাতাঃ ওরও শ্বাসকষ্ট দেখা দিচেছ। বড়ডার দেখা দিছে কিন্তু এর এখন পর্যন্ত হইনাই, এখন আল্লায় কি করবো আল্লাহই জানে।

প্রশ্নকর্তাঃ আর ছোট জন?

উত্তরদাতাঃ ছোট জন এখন সুস্থ্যই আছে। একবছর হইছে কিন্তু..

প্রশ্নকর্তাঃ বড়জনের শ্বাসকষ্টের জন্য ওকে কিছু খাওয়ান ওষুধ? কিছু দিছেন?

উত্তরদাতাঃ ঐ মির্জাপুর থাইকা হসপিটাল থাইকা আইনা কিছু খাওয়াইছিলাম, ট্যাবলেট দিছিল সেই ট্যাবলেট খাওয়াইতাছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন হসপিটাল এইটা মির্জাপুরে?

উত্তরদাতাঃ ঐ বড় হসপিটাল এ কুমুদিনি হসপিটাল।

প্রশ্নকর্তাঃ কুমুদিনিতে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইখানে পাশ করা ডাক্তার দেখছিল?

উত্তরদাতাঃ জ্বি পাশ করা ডাক্তার দেখছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ দেখছিল, না? আচছা দেখে এমনি কয়দিনের ওষুধ দিছিল?

উত্তরদাতাঃ দিছিল যে এইডা চারমাস খাওয়াইতে হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা।

উত্তরদাতাঃ চারমাস তো খাওয়াইছি কিন্তু কমতেছে না তো।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে উনি কতগুলা যতগুলা ওষুধ দিছিল যেভাবে বলছিল ঐভাবে চারমাস খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যা ঐভাবে খাওয়াইছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ না কিছুদিন খাওয়ায় আবার..

উত্তরদাতাঃ কিছুদিন আবার গ্যাপ আছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ টাকার সমস্যা ছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐ ওষুধগুলা কেমন? দামী ওষুধ?

উত্তরদাতাঃ হ্যা এগলেও দামী ওষুধই।

প্রশ্নকর্তাঃ দামী ওষুধ মানে এগলে এ্যান্টোবায়োটিক নাকি এমনে অন্য ওষুধ?

উত্তরদাতাঃ এমনে ক্যাপসুল আছিল্ আবার নাকে মলম দেওনি আছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা। আচছা। তো মানে তাইলে পরিবারে এইযে আপনারা সবাই কমবেশি অসুস্থ্য এবং এই যে গরুগুলা যেইগুলা ওরাও কি মাঝে মাঝে ওদের অসুখ বিসুখ হয়?

উত্তরদাতাঃ না, গরুর এখন পর্যন্ত আল্লায় দিলে কিছু হয়নি।

প্রশ্নকর্তাঃ আর ইয়ে মুরগীগুলা ঐগুলোর কোন অসুখ হইছিল?

উত্তরদাতাঃ মুরগীর তো মাঝে মাঝে অসুখ হয়ই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইগুলা যে দেখাশুনা যেইগুলা গরুর এবং হচেছ মুরগী এবং হচ্ছে পরিবারের ৬জন আপনি সহ সবার দেখাশুনা কে করে?

উত্তরদাতাঃ দেখাশুনা আমিও করি তারাও আমারে করে। এইভাবেই চলে।

প্রশ্নকর্তাঃ বেশিরভাগ সময় কে করে? আপনিই করেন নাকি উনারা করে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা দেখাশুনা তো বাত্তে (বাড়িতে) আমি থাকি গরু ছাগল তাই আমারি বেশি দেখা লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। মানে এই মুহুর্তে সবাই কি সুস্থ্য আছে আপা? কারো ডায়রিয়া বা শ্বাসকষ্ট এই মুহুর্তে আজকে কোন সমস্যা আছে কারো? (১০ মিনিট)

উত্তরদাতাঃ না আজকে এমনে ডায়রিয়া হয়নি শ্বাসকষ্টও নাই। এমনে ব্যথা আছে শাশুড়ীর, সবসময় থাকেই। (পাশে থেকে একজন পুরুষ কণ্ঠ, শ্বাস কষ্ট তো আছেই তার আছে নাতির আছে)

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। না শ্বাসকষ্ট ধরেন এই যে দুই একদিন থেকে আজকে পর্যন্ত কারো আছে কষ্ট পাচেছ এইরকম হইছে?

উত্তরদাতাঃ কষ্ট হয়ই কিন্তু কালকে রাতে আমি ওষুধ খাইছি, একটু বাড়ার সম্ভাবনা আছিল কিন্তু ওষুধ খাইলে আবার ঐডে ঠিক হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে গতকালকে হচ্ছিল শ্বাসকষ্ট?

উত্তরদাতাঃ হ্যা। রাতে হচ্ছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ আজকে কোন আছে?

উত্তরদাতাঃ আজকে সমস্যা নেই। কিন্তু কালকে খাইছিলামতো ঐডেই ঠিক আছে। এখন আবার একদিন দুইদিন যাইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ একদিন দুইদিন যাবে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা। মানে আপনি কি মনে করতে পারেন এইযে সংসারে টুকটাক কাজ করতে গিয়ে দৈনন্দিন অথবা বাইরে কেউ কাজ করতে গিয়ে কোন সময় অসুস্থ্য হয়ে গেছিল?

উত্তরদাতাঃ হ্যা হয়ই তো। এইযে বেগুন ক্ষেতে করতে গেলেও বেশি রৌদ্রে কাজ করলে অসুবিধা হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কি রকম সমস্যা আপা?

উত্তরদাতাঃ শ্বাসকষ্ট বাড়ে, এমনিতেও সমস্যা আছে। ব্যথা ম্যথা বাড়ে, এইযে শাশুড়ী আছে হেয় একটু আকটু গেলে ব্যথা বাড়ে। আমার অসুখ বাড়ে।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি। মানে অসুখ মানে শ্বাসকষ্ট? এছাড়া আর কোন অসুখ?

উত্তরদাতাঃ হ্যা শ্বাসকষ্ট।

প্রশ্নকর্তাঃ এছাড়া আর কোন অসুখ?

উত্তরদাতাঃ না শ্বাসকষ্টই আমার। এমনি আর কোন অসুখ নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা ধরেন ঘরে কেউ যদি অসুস্থ্য হয় তাহলে আপনি এইটা কিভাবে বুঝেন যে অসুস্থ্য?

উত্তরদাতাঃ অসুস্থ্য হলে কিভাবে বুঝা যায়, সবাই কান্নাকাটি করে, অসুখ হলে তো সবাই কান্নাকাটি করে এই জন্যে বুঝি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে সবাই তো বড়, মানে এই যে শশুর শাশুড়ী তো অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ্য মানুষ, উনারাও কান্নাকাটি করে? (হাসি)

উত্তরদাতাঃ (হাসি) অসুখ হলে তো কান্নাকাটি তো করবোই।

প্রশ্নকর্তাঃ কি বলে ভাই। মানে একটা মানুষকে দেখে বুঝা যায় না যে সে সে অসুস্থ্য?বা

উত্তরদাতাঃ দেখা তো যায়ই।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কিছু লক্ষন বা কি দেখে বুঝেন যে সে অসুস্থ্য? যেমন বাচ্চারা হয়তো কান্নাকাটি করে বা ইয়ে করে, তাইনা?

উত্তরদাতাঃ হ্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু বড়রা কি করে, বড়রা?

উত্তরদাতাঃ বড়রাও শুয়ে থাকে যেমন খারাপ লাগলে শুয়ে থাকে বা বলে যে আমার খারাপ লাগতাছে। যে ওষুধ লাগবো বা কি এসব দেখেই বুঝি।

প্রশ্নকর্তাঃ দেখেই বুঝেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন কি করেন? বুঝার পরে কি করেন?

উত্তরদাতাঃ বুঝার পরে ওষুধ মষুধ আইনা দিতে দিতে খায়, খাওয়াতে খাওয়াতে একটু কমে।

প্রশ্নকর্তাঃ কার সাথে পরামর্শ করেন যে ডাক্তার বা ওষুধ আনতে হবে কিনা?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের সাথে!

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আপনি করেন না কে করে এইটা?

উত্তরদাতাঃ আমিও করি হের আব্বুও করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আমি হের আব্বুর কাছে বললে সে করতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আমি খবর না দিলে তো হেয় (সে) জানেনা। হেয় তো বাজারে থাকে সব সময়।

প্রশ্নকর্তাঃ সেইটাই। তো এখন এইযে আপনার যে সমস্যা হয় তখন আপনি কাকে জানান? আপনার যে শ্বাসকষ্ট হয়?

উত্তরদাতাঃ জানাই, আমার হাজব্যান্ডকেই আগে জানাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আর আপনার শশুর শাশুড়ীর সমস্যা হলে?

উত্তরদাতাঃ শশুর শাশুড়ীর হইলেও তার ছেলেরে জানায় বা আমারে জানায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আবার আমি হের কাছে ফোন কইরা দেই, হেয় ওষুধ মষুধ নিয়ে আহে। এইভাবেই চলে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। আর বাচ্চাদের সমস্যা হলে আপা?

উত্তরদাতাঃ বাচ্চাদের সমস্যা হলে ওর দাদু আছে ওর দাদুই আগে যায়। বাবার আগেই ওর দাদু যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। যায়ে কোথায় যায় আপা?

উত্তরদাতাঃ এই বাজারেই যায় এহন (এখন), আর বেশি সমস্যা হলে মির্জাপুর নিয়ে যাওন লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে বেশির ভাগ সময় কোথায় যায় আপা?

উত্তরদাতাঃ বেশির ভাগ সময়ই কুমুদিনি হাসপাতালেই যাই আমরা।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা তো অনেক দুরে, অনেক খরচ হয়না?

উত্তরদাতাঃ দুরে, খরচা তো হয়ই এখন অসুখের মধ্যে তো খরচা মরচা তো..

প্রশ্নকর্তাঃ এইদিকে বাজারে কোন ডাক্তার বা কেউ নাই?

উত্তরদাতাঃ আছে ডাক্তার আছে বাজারে, আমাদের পাশের ডাক্তারই আছে। হেয় ওষুধ দেয়, ওষুধ দিতে দিতে অনেক দিন খাওয়ায় কাজ হয়না তখন মির্জাপুর যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো বাজারে যে ডাক্তার এরা পাশ করা বড় ডাক্তার না?

উত্তরদাতাঃ এইটা বড় ডাক্তার না।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কিরকম ডাক্তার এরা?

উত্তরদাতাঃ এইটা আছে এমনি ওষুধ মষুধ দেয়, ই করে এমনে দেখেও, সামান্য কিছু বাকি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, তো ওরা কোন কাগজে লেখে দেয়? প্রেসক্রিপশন দেয়?

উত্তরদাতাঃ হ্যা লেইখে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ বাজারের এরা?

উত্তরদাতাঃ না, যার কাছে যাই হেয় লেইখে দেয়না। আবার ক্লিনিকে গেলে ক্লিনিকের ডাক্তার লেইখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন ক্লিনিক? এইটা কোন জায়গায়?

উত্তরদাতাঃ এই বাশতল বাজারেই ক্লিনিক আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ক্লিনিক আছে!!

উত্তরদাতাঃ হ্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি সরকারি?

উত্তরদাতাঃ কি জানি এইটা সরকারি নাকি! সরকারি না। বেসরকারি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইখানে পাশ করা ডাক্তার আসে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন ডাক্তার? কি নাম উনার?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের নাম এলা (এইটা) কি!

প্রশ্নকর্তাঃ মানে প্রেসক্রিপশন কাগজে লিখে দেয় নাকি মুখে বলে দেয় দোকানে গেলে ওষুধ এর?

উত্তরদাতাঃ প্রেসক্রিপশন কাগজে লিখে দেয়। দুইশ টাকা নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, ভিজিট?

উত্তরদাতাঃ হ্যা, ভিজিট নেয় দুইশ টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এইটা কিসের ডাক্তার উনি?

উত্তরদাতাঃ এমবিবিএস ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তাঃ এমবিবিএস ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ জি।

প্রশ্নকর্তাঃ আর এমনি দোকানে যারা ওষুধ বিক্রি করে বা কিছু পল্লী চিকিৎসক, গ্রাম্য চিকিৎসক থাকেনা?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ ওদের কাছে যাননা আপনারা?

উত্তরদাতাঃ যাই। তাও ক্লিনিকে গেলে অনেক টাকা লাগে, তার কাছেই আগে যাই, এমনে ডাক্তারের কাছে। তা ওষুধ দেয়। ওষুধ খাওয়ার পরেও যখন দেখি কমতেছেনা তখন হইলো ক্লিনিকে যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তাহলে প্রথমে কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ প্রথমে এমনে ডাক্তারের কাছেই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ বাজারে যারা ফার্মেসীতে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম কয়েকটা ডাক্তারের নাম বলতে পারবেন? কার কার কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ ডা:৭আছে, ডা:৩৫ আছে এই দুইজনের কাছেই যাই আমরা। আর কোন কারো কাছে যাইনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কারো কাছে যাননা? আরো তো অনেক দোকান আছে আপা?

উত্তরদাতাঃ আছে অনেকেই। এখন এই দুইজনের মধ্যে আত্মীয় সুজনও আছে। তাগে (তাদের) মধ্যেই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আত্মীয় স্বজন বলতে কারা কারা আত্মীয় স্বজন আপনার?

উত্তরদাতাঃ ঐ ডা:৭ আছে ডা:৩৫ আছে তারাই হলো আমাদের কাছের মানুষ। হেগে (তাদের) কাছেই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তাদের কাছেই যান?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো তাদের বয়স কেমন হইছে? তারা মানে কত বছর ধরে এই কাজটা করতেছে? ডা:৭ ইয়ে ডাক্তার উনারা? অনেক বয়স্ক নাকি তার ই?

উত্তরদাতাঃ তেমন বয়স না। আমার শশুরের্ এর চাইতে একটু ই হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। মানে এই যে ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে, একটা ওষুধ আনার জন্য বা চিকিৎসার জন্য বা অসুস্থ্য হলে একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যপার আছে, এই সিদ্ধান্তটা কে নেয় সংসারের পক্ষ থেকে?

উত্তরদাতাঃ সংসারের পক্ষে তো আমার শশুরে নেয়, ওর আব্বু নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। বেশির ভাগ সময় কে নেয় আপা?

উত্তরদাতাঃ বেশির ভাগ সময় ওর আব্বুই নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। ওর বাবাই নেয়?

উত্তরদাতাঃ হ্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। উনি নিজে নিজে নেয় নাকি আপনাদের সাথে পরামর্শ করে?

উত্তরদাতাঃ পরামর্শও করে আবার কোন সময় শশুর বাত্তে না থাকলে হেয়ও নিয়ে যাওন লাগে। দুইজনেই পরামর্শ করে বেশিরভাগ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো যখন ধরেন এই যে আপনারা প্রথমে বললেন আপা যে বাশতলি যান তারপরে হচ্ছে দুরে মির্জাপুরে কুমুদিনি বা ইয়েতে যান?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা করেন নাকি প্রথমেই কুমুদিনি বা মির্জাপুরে চলে যান?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা। প্রথমে যাইনা। এইখানে যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ প্রথমে আগে এইখানে যান?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ধরেন ডাক্তার দেখানে যান ধরেন সাথে কে যায় আপনাদের সাথে?

উত্তরদাতাঃ শশুরেই যায়। ওর আব্বুতো বাজারেই থাকে। হেন (সেইখান) থাইকা আবার হেয় যায়। শশুরেই যায় সাথে।

প্রশ্নকর্তাঃ আর বাড়ি থেকে কে কে যায়? কে যায়? ধরেন আপনার বাচ্চা অসুস্থ্য হলো বা শাশুড়ী অসুস্থ্য হলো তাহলে কে সাথে করে বাড়ী থেকে নিয়ে যায়?

উত্তরদাতাঃ আমরাই যাই। এমনে শরীক আছে আমার দেবর আছে, ওগেত্থেকে তারা একটু যায় আমাাগে যেসুম (যেসময়) খুব ইমারজেন্সি হলো সেসময় তারা যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো বেশির ভাগ সময় কে যায় আপা?

উত্তরদাতাঃ বেশির ভাগ সময় আমার শশুর আর আমিই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা দুইজন যান?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আর আশেপাশের বাড়ি থেকে যে বললেন, ওরা কখন যায়?

উত্তরদাতাঃ ওরা যায়, দেহে যে সময় যে অহন বেতাল হইলো অসুখটা, খুব সিরিয়াস হইলো তখন তারা যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। অনেক সিরিয়াস হইলো তখন তারা যায়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন আপনারা যাননা?

উত্তরদাতাঃ যাই আমরা তো যাই। আমরা তো থাকবোই সবসময়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো এইযে অসুস্থ্যতার জন্য প্রথমে আপনারা এই বাজারে যান, বললেন যে ছোট খাট ডাক্তার বা যারা ওষুধ বিক্রি করে ওদের কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এইখানে যাওয়ার কারনটাকি আসলে আপা?

উত্তরদাতাঃ এহন কারন আরকি, যাই, মির্জাপুর গেলে অনেক টাকা লাগে, এহন এইখানে গেলে বেশি টাকাও লাগেনা আর ডন্ডি (তৎক্ষনাত) যাওয়াও হয়। কিছুক্ষন সময় লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ দেখি যে এইখানে গেলে কমে কিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ সেইটা দেখি। তখন দেখি যে কমেনা তখন আবার দুই একদিন পর, দুই এক দিন দেখি তাও, দুইএকদিন পর মির্জাপুর কুমুদিনিতে নিয়ে যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আপনার আপা ডাবল খরচ। একবার এইখানে যাচ্ছেন, যদি আবার..

উত্তরদাতাঃ এহন ডাবল খরচইতো। আমাদের আগে তো মনে হইছিল এইখানে ভাল হইবো, কিছু টেকায় চলবোনি। এইডা মনে করি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু। তো এইছাড়া আর কোন সমস্যা হয় আপা? মানে কোন বাধা আছে যে এইখানে গেলে, একবার এইখানে যাচ্ছেন আবার মির্জাপুর কুমুদিনি তে যাচ্ছেন, কোন সমস্যা হয় দুইটা জায়গায় যা্ইতে?

উত্তরদাতাঃ না, এইখানে সমস্যা হয়না। এহন সমস্যার মধ্যে ভাই কি? সবটি, পরিবারের সব অসুখ, অহন খরচাডাই এইটা মনে করেন সমস্যা। টাকাডাই সমস্যা, আর কিছু সমস্যা না।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে যেই টাকা সংসারে আয় হয়, ধরেন শশুরের যে ছয় সাত হাজার টাকা বা যেইটা বললেন পাচ ছয় হাজার টাকা..

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ এবং ছয় হাজার যদি ধরি, আপনার জামাই এর দশ হাজার, তাহলে ১৬হাজার টাকা বা ১৭হাজার টাকা, এই টাকা দিয়ে সংসার চলেনা চিকিৎসা করে?

উত্তরদাতাঃ চলে কিছু কিছু । অহন (পাশে থেকে একজন পুরুষ কণ্ঠে বলে, চলে এইডে?)।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ মানে আল্লাহই চালায় আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। মানে ধরেন একজন ডাক্তারের কাছে গেলেন, হ্যা?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ সেইটা একটা পাশ করা ডাক্তার। এইটা মির্জাপুরে অথবা.. এইসব দোকানে যে যান, ওরা কোন প্রেসক্রিপশানের মধ্যে .. দেয় কোন প্রেসক্রিপশান লেখে দেয়?

উত্তরদাতাঃ এমনে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশান লেইখে দেয়না। কিন্তু হইলো এমনে কি ওষুধ্টা দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে দোকানের? দোকানের যারা?

উত্তরদাতাঃ হ্যা। দোকানের ডাক্তার তারা হইলো ওষুধ দিয়ে দেয়। এমনে কিছু লেইখে দেয়না।

প্রশ্নকর্তাঃ মুখে বলে দেয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ বুঝায় দেয় যে কেমনে খাইতে হবে, কয়বেলা খাইতে হবে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা সেইটা বইলা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐটা কিভাবে দেয়? মানে কোন চিহ্ন, কোন কাগজে বা কিছু?

উত্তরদাতাঃ জ্বি। চিহ্ন দিয়ে দেয়। ওষুধের মধ্য এমনে লেইখে দিয়ে দেয় যে কয়বেলা কেমনে কি সেইটা বলে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধের পাতায় লেখে দেয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইখানে ফুটা হয়ে যাবেনা ওষুধের জায়গায়?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা। ঐ ইয়ের মধ্যে লেইখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথায়?

উত্তরদাতাঃ সিরাপ দিল ঐ কাগজের মধ্যে লেইখা দেয় আর ট্যাবলেট দিলে ঐটে কাইটে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কাটে দেয় মানে বুঝিনাই আপা কোথায় কাটে দেয়?

উত্তরদাতাঃ এই ইয়ের মধ্যে!

প্রশ্নকর্তাঃ এই ফাইলে.. পাতা ট্যাবলেটের যে পাতা?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ পাতায় কিভাবে কাটে দেয়?

উত্তরদাতাঃ দুইবেলা থাকলে দুই কাটা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কি দিয়ে কাটে?

উত্তরদাতাঃ কেচি দিয়ে কাইটে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কেচি দিয়ে কাইটে দেয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা আচ্ছা। তো ঐটা একটা চিহ্ন যে এই কেটে দেওয়া?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এই যে দুইবেলা খাবেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা একবেলা? ও একটা নতুন জিনিস জানলাম। আগে তো এইটা জানা ছিলনা আমার। যাক খুব ভাল একটা বুদ্ধি, খুব সুন্দর। তো যখন কেটে দেয় মানে এইটা বলে দেয় আর আপনারা ঐ মতাবেক খান, ধরেন আপনাকে বললো যে আপনি এই ওষুধটা নেন, সাতদিন খাবেন দুইবেলা করে সাত দুগুনো ১৪টা খাবেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনারা কি ঐ নিয়ম মাফিক খান?

উত্তরদাতাঃ হ্যা, জ্বি, নিয়মমতোই খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন ৭দিনের ওষুধ দিল আপনি কয়দিনের ওষুধ কিনেন?

উত্তরদাতাঃ সাত দিনের ওষুধ দিলে সাত দিনের ওষুধই কিনা লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন সময় কি হইছে টাকা পয়সা তো আমার কম যে আমি সাত দিন না কিনে একটু কম কিনলাম?

উত্তরদাতাঃ হ্যা আনি তাও আনি ।

প্রশ্নকর্তাঃ বেশির ভাগ সময় কোনটা করেন আপা?

উত্তরদাতাঃ বেশিরভাগ সময় হলো.. ফুলডা খাওয়াইনা কোনদিন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ হাফটাই খাওয়াই। ফুল আর কোনদিন খেতে পারিনা আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ ফুল খাওয়া হয়না?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে হাফ যদি ওষুধ আনেন, ধরেন ৬দিনের দিল ৩দিন আনলেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে ৩দিনে অসুখ কি ভাল হয়ে যায়?

উত্তরদাতাঃ ভাল হয় বা হয় না, এহন টাকা না থাকলে কষ্ট করে থাকতে হয়। কিছুক্ষন পর আল্লাহ একাই ভাল কইরে দেয় বুঝেননি! (২০মিনিট)

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ কিছু কষ্ট করতে হয় আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ অসুখটা কি একবারে ভাল হয়ে যায় নাকি কিছুদিন পর আবার হয় আপা?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা একবারে ভাল হয়ইনা তো, কিছু দিন পর আবার হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন...

উত্তরদাতাঃ এই যেমন ধরেন কালকে আমি ওষুধ খাইছি, আমার শ্বাসকষ্ট বাড়ছিল, এই যে খাইলাম, আজকে রাত্রেও হতে পারে বা কালকেও হতে পারে। দুইদিন যাইবোইনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তাইলে আপা এই যে বার বার আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হ্যা? ধরেন কালকে ওষুধ খাইছেন দেখে আজকে হয়তো ভাল আছেন..

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ কয়দিন ধরে হচ্ছে এই শ্বাসকষ্টটা? মানে এইযে কালকে যে একবার উঠছিল, এর আগের দিনেও কি ছিল শ্বাসকষ্ট?

উত্তরদাতাঃ জ্বি, এর আগেও হচ্ছিল একবার।

প্রশ্নকর্তাঃ এর আগে মানে আরো কয়দিন আগে হইছিল? গত কাল তো ওষুধ খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি তিন দিন আগে হইছিল। এই যে অনেক কিছু ধান টান লইতাছি বা কি এই যে ই থুয়ে দিতাছি। ধুলাবালির কাজ করলে বেশি বাড়ে।

প্রশ্নকর্তাঃ বেশি বাড়ে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি। (একটু অন্য কোন বিষয়ে কথা বলে মনে হয় ২০.৫৫)

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। যেইটা বলতেছিলাম আপা, ধরেন একটা ডাক্তার যখন একটা প্রেসক্রিপশানের মধ্যে দেয় যে এইটুক ইয়ে খাবেন হ্যা? তখন এইটুক ওষুধ খাইতে হবে বা ইয়ে করতে হবে প্রেসক্রিপশানে লেইখা দেয়, মানে এই ওষুধ কে কতটুক কিনবে বা কি কিনবে, এইযে একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয় আছে হ্যা? যে আমি কয়টা ওষুধ কিনবো, ৭দিন বা ৬দিনের জন্য দিলে, এই সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ বাবুর আব্বুই নেয় এই সিদ্ধান্ত কারন সেইই আনে ওষুধ। সব ওষুধ সেইই আনে। এহন হেতি (সে) টাকা থাকলে আইনা দেয়। টাকা না থাকলে হেই সুম (সময়) কয় বাদ দে আনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। বেশিরভাগ সময় কোনটা আপা? আনে নাকি বাদ দেয়?

উত্তরদাতাঃ আনে কিছু কিছু। মানে সমস্যাটা একবারে কিছু না খাইলে তো আবার কাজ বা কিছু করতে পারবোনা কেউই। এইজন্যে কিছু আইনা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ এই যেমন ধরেন যে ওষুধ খাইবার বলছে ডাক্তার আমার দুইবেলাই, দুইটা করে ট্যাবলেটই খাইবার কইছে, কিন্তু আমি খাই যখন সমস্যা দেখা দেয় তখন খাই। তাও একটা ট্যাবলেট্ খাই দুইটা কোনসুময় খাইনে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কোন দোকান থেকে আনেন ওষুধ গুলো সাধারনত?

উত্তরদাতাঃ এখন বাজারেই পাওয়া যায়। আগে হইলো মির্জাপুর থাইকা আনতে হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আগে মানে কতদিন আগে এইটা?

উত্তরদাতাঃ আগে.., ওষুধ আনছে কতদিন ধইরে..

প্রশ্নকর্তাঃ মানে মির্জাপুর থেকে কবে আগে আনতেন, এখন বাজারে যেইটা পাওয়া যায়?

উত্তরদাতাঃ তিনচার বছর ধইরে।

প্রশ্নকর্তাঃ তিন চার বছর ধইরা এই বাজারে, বাশতল বাজারেই পাওয়া যায়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচছা। মানে এইখানে কার কার দোকান থেকে আনেন ওষুধ?

উত্তরদাতাঃ এইটা আমি বলতে পারলাম না। ওর আব্বু বাজারে কার দোকান থাইকা আনে।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এইখানে যে ওষুধ বিক্রি করে এইটা কার দোকান বলে? কার দোকান থেকে আনে ওষুধ? শুনেননাই এমনে? ভাই বলেন্াই কিছু?

উত্তরদাতাঃ এমনে জিজ্ঞেস করিনাই যে কার দোকান থাইকা আনছো বা কি। হেতি আনে আমরা তো আর যাইনে যে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন আছে। আমি আর বলতে পারলামনা কার দোকান থাইকা আনে।

প্রশ্নকর্তাঃ বেশিরভাগ সময় উনিই যায়?

উত্তরদাতাঃ হ্যা। হেতিই আনে।

প্রশ্নকর্তাঃ উনি ছাড়া আর কেউ কি যায়?

উত্তরদাতাঃ আমার শশুরেরডা শশুরে দেইখা আনে। আবার শাশুড়ীরডা হেও যায়ে আনে হেতিও আনে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। মানে এই দোকানগুলোতেই কেন যায়? মানে বাশতল বাজারে যে দোকানগুলো আপা এইগুলাতে বেশি কেন যান? অন্য জায়গা থেকেও তো ওষুধ আনা যায়?

উত্তরদাতাঃ আনা তো যায়ই। অহন ঐযে বললাম যে ফাকে (দুরে) গেলে অনেক টাকা যুগাড় করতে হবে। এহানে গেলে কিছু কমে ওষুধ পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ আবার খরচাও তেমন হয়না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা। আরধরেন যারা ওষুধ এইখানে বিক্রি করতেছে বা কিছু ডাক্তার বললেন যে যারা ঐ এমনে প্রেসক্রিপশান বা পরামর্শ দিচেছ যে কিকি ওষুধ খাবে হ্যা? তো তাহলে ঐডাক্তারগুলোর যোগ্যতা কেমন এইখানে? ফার্মেসীতে যারা ডাক্তারী করে, এরা কি গ্রাম্য চিকিৎসক নাকি?

উত্তরদাতাঃ গ্রাম্য চিকিৎসকই কিন্তু তারাও ভালই খারাপনা। এহন ঐ ডাক্তার যে ওষুধ দেয়, না? এই ডাক্তারও সেই ওষুধ দিব।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এইটাই আপনার মতে?

উত্তরদাতাঃ এই আমার শ্বাসকষ্টর যেইটা এই ডাক্তার যেমন বলে ঐখানেও ঐটাই বলে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো তাইলে এই দুই ডাক্তারের মধ্যে কোন ডাক্তার ভাল? মির্জাপুরেরটা ভাল না বাশতলেরটা ভাল? মির্জাপুরেরটা বলতেছেন যে পাশ করা ডাক্তার, আর এইটা হচ্ছে যে গ্রাম্য ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ হ্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ এইসব ডাক্তারের পড়াশুনা কি রকম?

উত্তরদাতাঃ এইসব ডাক্তার তো শুইনা মানে ওষুধ দেয় শুইনা বলে। আর তারা তাগো ই মতন তারা বলে?

প্রশ্নকর্তাঃ কারা?

উত্তরদাতাঃ এই মির্জাপুরের ডাক্তাররা। তাগো হইলো যুগ্যতা বুঝে তারা বলে। কিন্তু এইহানকার ডাক্তাররা শুইনা বলে যে না এই অসুখের এই ওষুধ হয়। এইটা তো শুইনা আসে তারা। এইজন্যে বলে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। এদের পড়াশুনা কি আপা? এই বাশতলে যারা ওষুধের দোকানে ডাক্তারী করে বা ওষুধ বিক্রি করে যারা? যারা ওষুধ বিক্রি করে ওরাই তো ডাক্তারী করে নাকি?

উত্তরদাতাঃ হ্যা করেইতো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। ওরা কি কোন ভিজিট নেয়?

উত্তরদাতাঃ না, ওরা ভিজিট নেয়না। দোকানের থাইকা কোন ভিজিট নেয়না।

প্রশ্নকর্তাঃ ভিজিট নেয়না? তো ওদের পড়াশুনা কি? ধরেন কি উনরা ডাক্তারী লাইনে কোন পড়াশুনা করছে ওরা?

উত্তরদাতাঃ (পাশে থেকে একজন পুরুষ কণ্ঠ, না ওরা খালি ওরা খালি ..) না! তেমন পড়াশুনা করা না। তারা দেইখা বা কি একটু শিইখা, কিছু শিখছে এইজন্যে ডাক্তারী কোনমতে চালায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচছা। আর যারা হচ্ছে মির্জাপুরে যারা?

উত্তরদাতাঃ তারাতো পাশ করা ডাক্তার ই। তাইতো তাগে ই। (পাশে থেকে একজন পুরুষ কণ্ঠ আবার কথা বলে)

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। মানে তাইলে আপনারা এইখানে বললেন যে এইটা কাছে এই দোকানগুলো বাশতলে এবং ঐখানে ওষুধ পাওয়া যায় তিন চার বছর আগে এইটা পাওয়া যেতনা এই জন্যে এইখান থেকে নেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই বাশতল বাজারে ওষুধ নিতে গিয়ে বা ওষুধ কিনতে গিয়ে বা ডাক্তার দেখাইতে গিয়ে কোন ধরনের সমস্যা হয় আপা? এই ধরনের যারা এইখানে যোগ্যতা কম একটু যেসমস্ত ডাক্তারী করে কোন সমস্যা হয় এদের কাছে গেলে? (২৫মিনিট)

উত্তরদাতাঃ (পাশ থেকে একজনের কথার আওয়াজ পাওয়া যায়) সমস্যা তো হয়ই। এখন আমার আর আমি নাই কিন্তু ওষুধ আনলেই হয় আমার।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু ধরেন এখন কেউ অসুস্থ্য হলো আপনার, বাচ্চার ধরেন ডায়রিয়া হইছে..

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ কথার কথা আল্লাহ না করুক ধরেন আপনার বাচ্চার ডায়রিয়া হইছে বা আপনার শশুর বা কারো অসুবিধা হইছে, তাহলে এই ডাক্তারের কাছে যে যান, এই যে বাজারের যে ডাক্তার, এদের কাছে গেলে কোন সমস্যা হয়? এরা বুদ্ধি পরামর্শ ঠিকমতো দিতে পারে?

উত্তরদাতাঃ দিতে পারে, কিবা একবারের জায়গায় দুইবার ওষুধ লাগে, তে এইরহম পরামর্শ দেয়। মানে এক ওষুধ আনলে যে সারবো সেইটা দেয়না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ তারা দুইবার আনলে সেইটা একটু সারার ই করে। কারন এক দিলে একটা বেচা হইলো, ঐডে এডা ই করে তারা দেয়, কিন্তু আনন লাগে দুইবের। তারপরে যেমন ওষুধটা..

প্রশ্নকর্তাঃ ওরা কি এইটা বুঝেনা যে আমার কাছে দুইবার আসলে রুগী ভবিষ্যতে আর আসবেনা?

উত্তরদাতাঃ সেইটা বু..

প্রশ্নকর্তাঃ আমি একবারে দিয়ে দিই এইরকম?

উত্তরদাতাঃ সেইটা বুঝলে তো তারা দিতই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছাআচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ কারন দুইবার যাইতেই হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যা কমপক্ষে দুইবার যাইতে হয়।

উত্তরদাতাঃ দুইবার যাইতেই হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি আপনার মতামত?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। মানে এরা কি খুব ভাল ডাক্তার নাকি কি জন্যে দুইবার যেতে হচ্ছে?

উত্তরদাতাঃ এখন তাগো খারাপ বলবো! তাগো যেইটা পেশা সেইটা বলে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আর আমাগো যেইটা ই হয় করি আমরা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছাআচ্ছা। তো আপনার পরিবারের পক্ষ থেকে এই যে বাশতল বাজারে ওষুধ বিক্রি করে বা অথবা গ্রাম্য পল্লী চিকিৎসক, এদের কাছে কে গেছিল আপা? সর্বশেষ এই যে লাস্ট যেমন আপনি তো শ্বাসকষ্টের জন্য মির্জাপুরের যে ডাক্তার ওষুধ দিছে সেইটা খাচ্ছেন, আপনার পরিবারের এই যে ডাক্তার এখানে বললেন শওকত ডাক্তার যিনি আছেন, হ্যা?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ ওদের কাছে কে গেছিল? যারা ওষুধ বিক্রি করে বাশতল বাজারে? আপনার ফেমিলি থেকে কে গেছিল?

উত্তরদাতাঃ গেছিল ঐযে আমার শাশুড়ী ঐযে হসপিটাল ..বড় হসপিটাল থাইকা দিছে সেইটাই খাইতাছি, প্রেসক্রিপশন লেইখা দিছে সেই প্রেসক্রিপশন মতেই ওষুধ খাইতাছি। আমার শশুরের অসুখ হয় সেইটা এই হসপিটালে যায়াই নেয় এইখানে।

প্রশ্নকর্তাঃ আর বাচ্চার বাবা বা শাশুড়ী?

উত্তরদাতাঃ ওর বাবা অসুখ.. হেয় (সে) ওরও পায়ের সমস্যা। হেয় হলো এইখানেই মানে ডাক্তারী করছে, বড় হসপিটালে গেছিল মির্জাপুর, হেয় বলছে যে তার ওপরেশন হইতে হইবে। তার ওপরেশনে নাকি ৪০ হাজার টেকা বলে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যা, কি সমস্যা হইছে পায়ে উনার?

উত্তরদাতাঃ পায়ে কি ..বল খেলবার যায়ে নাকি ব্যথা পাইছিল। সেইটা এখন ই হইছে না হাটার পারে, না জুরের (শক্তির) কাজ করতে পারে। সেইটা হলো ওপরেশন করতে বলছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছাআচ্ছা। মানে বাচ্চার বাবাও পায়ে সমস্যা?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তাইলে আপনার শশুর আর বাচ্চার বাবা এর দুইজন বেশি যায়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার শাশুড়ী আর আপনি হচ্ছে ইয়ের ওষুধ খান? ডাক্তারের (বোঝা যায় না, ২৭.১৮)

উত্তরদাতাঃ জ্বি বড় ডাক্তারেরই পরামর্শ মতো খাইতাছি আমরা।

প্রশ্নকর্তাঃ আর বাচ্চাদের যদি কিছু হয় আপা?

উত্তরদাতাঃবাচ্চাদের হইলে এইখানেই যাই বেশিরভাগ। ছোট বাচ্চার হইলে এইখানেই বেশিরভাগ যাই। ঐযে বড় বাচ্চার তো আমার মতই সমস্যা। সেইটা দেখি যে এইখানেও সমস্যাডা ই হইতেছেনা তখন মির্জাপুর নিয়া যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা বুঝতে পারছি আপা। তার মানে বড় বাচ্চা এবং আপনার শ্বাসকষ্টের জন্য আপনারা মির্জাপুর বা বড় জায়গা থেকে দেখান?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে বড় বাচ্চার জন্য কি ডাক্তার দেখাইছেন নাকি আপনার যেই ওষুধ ওকেও সেই ওষুধ খাওয়াচেছন?

উত্তরদাতাঃনা, সেইটা আমারডা খাওয়াইনাই। ডাক্তার বলছে আমার বয়স আর তার বয়সতো ঠিক নাই। তারে এমনেই ট্যাবলে দিছে, ৫০০ পাওয়ারের ট্যাবলেট দিছে সেইটা তারে খাওয়াইবার কইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ চার মাস খাওয়াইবার কইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ৫০০ পাওয়ারের ট্যাবলেট? কি নাম আপা এইটা ওষুধের?

উত্তরদাতাঃ ওষুধের নাম আল্লাহ কি নিয়ে আসলাম মুনে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, ঘরে আছে এ ওষুধ?

উত্তরদাতাঃ ঘরে এখন নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারটা আছে?

উত্তরদাতাঃ সে আমারটা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চারটা নাই?

উত্তরদাতাঃবাচ্চারটা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চার শ্বাসকষ্ট কখন হয় এইটা?

উত্তরদাতাঃ বাচ্চার হয়.. একমাস জায়গা দুইমাস জায়গা, ওর ইকটু দেরিতেই হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আপনারটা ঘন ঘন হয়?

উত্তরদাতাঃ আমারটা ঘন ঘনই হয়। ওরডা ইকটু দেরিতেই হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনার ঘন ঘন হচেছ এইটা তো একটা চিন্তার কথা।

উত্তরদাতাঃ চিন্তার কথাই তো। এইটা মানে ওষুধ খাইয়া (বোঝা যায় না, ২৮.২২) রাখতাছি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আপনি .. একটা ভাল ডাক্তারকে দেখানো উচিৎ না?

উত্তরদাতাঃ উচিৎ ই তো, এখন ডাক্তারে বলছিল ঢাকা নিয়ে গেছিলাম। ঐখানে টাকা খরচা করে আসছি, তাইতে তো বললো যে এই ওষুখের কোন চিকিৎসা বার হইনাই এখন পর্যন্ত, কিন্তু এই ওষুধডা খাইলে আপনের হইলো লগে লগে ই হয়ে যাইবোগা। কিন্তু প্রতিদিনই খাইবেন এইভাবে বলছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচছা।

উত্তরদাতাঃ এখন আমি তো আর প্রতিদিন খাইতে পারিনে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচছা। এইটা কোন ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ এইটা ঢাকায় ধানমন্ডির কাছে, এইডা কুন ডাক্তার আল্লাহ সেইডা তো আমি ..

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কোন হাসপাতাল না ক্লিনিক না কোন ডাক্তার যে চেম্বার করে বসে এইরকম দেখাইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ ক্লিনিকে চেম্বার করে বসে এই ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তাঃ উনাকে দেখাইছিলেন, পাশ করা বড় ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ জ্বি বড় ডাক্তার ছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচছা। তার মানে সর্বশেষ ওষুধটা কি উনিই লিখে দিছিলেন ?

উত্তরদাতাঃ হ্যা উনিই লিখে দিছিলেন।

প্রশ্নকর্তাঃ নাকি মির্জাপুর এর কুমুদিনি উনারা লিখে দিছিলেন?

উত্তরদাতাঃনা ঐডে ঢাকাত থাইকা লেখছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এখন ওষুধ খাচ্ছেন কোনটা খাচ্ছেন? ঢাকার যেইটা?

উত্তরদাতাঃ হেই ঢাকার ডাই খাচ্ছি। মির্জাপুরও গেছিলাম এক সময় হেয়ও এইডার কথাই বইলা দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আ্চছা। আচ্ছা আপা আমরা এইযে ওষুধ বলি বার বার এ্যান্টোবায়োটিক এ্যান্টোবায়োটিক (এ্যান্টিবায়োটিক), এ্যান্টোবায়োটিক আসলে ওষুধ টা কি এইটা বলতে পারবেন? এ্যান্টোবায়োটিক বলতে আপনি কি বুঝেন?আসলে আমরা যে বার বার মুখে বলি এ্যান্টোবায়োটিক ওষুধ, এই ওষুধটা কি ধরনের ওষুধ?এইটা কি কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ এমনে এ্যান্টোবায়োটিক আছে এমনে উল্টাপাল্টা কিছু অসুখ হইলে এইটা ই করে। এইটা হলো ঐটা যেইটা আমি খাইনে ঐটা আমি বলতে পারবোনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাকে একটা উদাহরন দিই, ধরেন আমাদের যদি ইয়ে হয় জ্বর হয় বা সর্দি কাশি বা ডায়রিয়া হলে আমরা স্যালাইন খাই।

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বর হইলে আমরা নাপা বা হিসটাসিন খাই হ্যা? নাপা বা প্যারাসিটামল খাই, ধরেন কথার কথা। এগুলা আমি তো ডাক্তার না এমনি বলতেছি যে আমার একটা অভিজ্ঞতা থেকে, তো এইগুলা খাই কিন্তুএ্যান্টোবায়োটিক তো আমরা অনেক সময় বলিনা যে পাওয়ারের ওষুধ (৩০মিনিট), এইটা একটু পাওয়ার বেশি এইটার। ধরেন একটা নাপা বা অন্যান্য সাধারন ওষুধ এর চেয়ে এইটার একটু পাওয়ার বেশি। এইযে পাওয়ারের বেশি যে ওষুধ এই ওষুধটা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি আপা?

উত্তরদাতাঃ পাওয়ারের ওষুধের মানে কি বুঝবো! এমনি জ্বর আসলে সেইটা একটু কমে আবার ঐডে খাওয়া বাদ দিলে জ্বর উঠে যায়। আবার হইলো নাপাডা তো এইভাবেই।

প্রশ্নকর্তাঃ না, নাপা তো খাইলে জ্বর ভাল হয়।

উত্তরদাতাঃ জ্বর ভাল হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐ নাপা না দিয়ে যদি একটা এ্যান্টোবায়োটিক দেয়..

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে জ্বরটা আরো তাড়াতাড়ি ভাল হয় নাপার চেয়ে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা ঐটা ঐডার চাইতে ঐডা ভাল হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এইটা যদি বলি একটা এ্যান্টোবায়োটিক..

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এ্যান্টোবায়োটিক জিনিস্টা আসলে কি কাজ করতেছে? এইটা কি ওষুধ এইটা?

উত্তরদাতাঃ এইটা ঐটার চাইতে ভাল ওষুধ, এ্যান্টোবায়োটিক আর ঐডে নাপার চাইতে ভাল।

প্রশ্নকর্তাঃ নাপার চাইতে ভাল?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি কি রোগ ভাল করে? কি কি রোগের জন্য এ্যান্টোবায়োটিক টা ডাক্তার দেয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বর আছে ঠান্ডা আছে (হাসি) এসব জিনিসের নাইগাই (লাইগাই/জন্যই) আমরা খাই, মাথা ব্যথার নাইগা খাই এ্যান্টোবায়োটিক।

প্রশ্নকর্তাঃ আর?

উত্তরদাতাঃ এমনে কিছু শরীর ব্যথা কিছু কিছু হইলেও সেইটার নাইগাও এ্যান্টোবায়োটিক খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আপনার শাশুড়ীর যে ইয়ে হইছিল এইটার জন্য কি এ্যান্টোবায়োটিক দিছিল?

উত্তরদাতাঃ কি জানি ঐডি এ্যান্টোবায়োটিক কি এইলা (সেইটা) বলতে পারবোনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা আচ্ছা। আপনার শশুর অথবা আপনার হাজব্যান্ড এর যে পায়ে ব্যথার সমস্যা এইগুলার জন্য কোন দিছিল?

উত্তরদাতাঃ হ্যা এইডি এ্যান্টোবায়োটিক খায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এ্যান্টোবায়োটিক দিছিল?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ আর আপনার যে শ্বাসকষ্ট এইটার জন্য এ্যান্টোবায়োটিক দেয়?

উত্তরদাতাঃনা এইটার জন্য এ্যান্টোবায়োটিক দেয়না।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চারা যে অসুস্থ্য হয় বার বার ওদের জন্য এ্যান্টোবায়োটিক দেয়?

উত্তরদাতাঃনা ছোট বাচ্চার জন্য দেয়না। বড় বাচ্চার জন্য দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ দেয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো এইযে এ্যান্টোবায়োটিক যেইটা এইটা মানে কয়দিনের জন্য দিছিল জানেন? কয়দিনের জন্য দেয় আপা ডাক্তাররা সাধারনত?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তাররা ৭দিন ৮দিনের, ৭ দিনের জন্যেই বেশি দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ওষুধটা ৭ দিনের জন্যেই দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ৭ দিনের মধ্যে মানে কয়বেলা খাইতে বলে দিনে?

উত্তরদাতাঃ কেমন আছে দুইবেলা কেমন আছে একবেলা। কেমনডা তিনবেলাও আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা আচ্ছা। তো মানে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর খাওয়াইতে হয় নাকি বলে দেয় যে দিনের যেকোন সময় একটা খাবে?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা। নির্দিষ্ট সময় বইলা দেয় সেইরকম খাওয়াইতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো নির্দিষ্ট সময় পর পর কেন বলে? আপনার কাছে মনে হইছে কোন সময় যে এইটা তো বলতে পারতো যে দিনে সকালে একটা খাবা রাতে একটা খাবা? কিন্তু ঘন্টা বলে দেয়না যে এত ঘন্টা পর পর, এরকম বলে ডাক্তার না বলে দিনে ..

উত্তরদাতাঃ হেন (এমনও) ওষুধ আছে ঘন্টা বইলা দেয় যে এত ঘন্টা পরে এত বার খাওন লাগবো।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কেন বলে যে এত ঘন্টা পরে?

উত্তরদাতাঃ কি জানি কেন বলে ডাক্তাররা বুঝে আমরা কি বুঝবো!

প্রশ্নকর্তাঃ না, আপনারতো একটা চিন্তা করা যাইতে পারে যে না আমরা না চিন্তা করতে পারি সাধারন মানুষ হিসাবে, ডাক্তাররা বলে যে.. বললেই তো হতো যে দিনে একটা রাতে একটা? কিন্তু এই ঘন্টা ধরে দিচ্ছে কারনটা কি?

উত্তরদাতাঃ কারন আছে ওষুধের হলো ইয়া নিয়ম আছে খাওয়ানের

প্রশ্নকর্তাঃ জি

উত্তরদাতাঃ যে এটা খাইলে এতোদিন এতোবার খাইলে ভালো হইবো

প্রশ্নকর্তাঃ হুম.

উত্তরদাতাঃ কম খাইলে ওইটা কাজ করবেনা এইটা বলে তারা দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা এইতো সুন্দর একটা জিনিস বলছেন মানে আমিও শিখলাম আপনার থেকে ,বিষয় হচ্ছে যে হ্যা মানে হয়তো এটা হইতে পারে যে এতো ঘন্টা পরে খাইলে এটা কাজ করবেনা বা এটা কাজ করবে

উত্তরদাতাঃ জি

প্রশ্নকর্তাঃ এছাড়া আর কিছু কি আছে আপা কেন তারা ডাক্তারেরা একথা বলতেছে?

উত্তরদাতাঃ জি না আর আমি কি বলব আর বুঝতেছিনা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা তো এইযে যেটা জানতে চাচ্ছিলাম আপা যে অ্যা.....(অন্য কেউ বলছে- আয়) মানে এ্যান্টিবায়োটিক ব্যাবহার করে আপনি একটা বলছেন যে ব্যাথার জন্য জ্বরের জন্য বা.... হচ্ছে যে ঠান্ডার জন্য ব্যাবহার করে এ্যান্টিবায়োটিক

উত্তরদাতাঃ জি

প্রশ্নকর্তাঃ আর কোন কারনে কি ব্যাবহার করে কোন অপারেশন হলে বা কোন কঠিন রোগ

উত্তরদাতাঃ ওইটা ওইটাতো আমি করিনাই ওইটা লেওয়া হয় কিনা তা আমি জানি না (অন্য কেউ কথা বলছে) ওইটা (বোঝা যায়না)

প্রশ্নকর্তাঃ তো অ্যা.. মানে (অন্য কেউ কথা বলছে) কোন কোন ধরনের অসুখ ভালো করে এটা এ্যান্টিবায়োটিক একটা তো বল্লেন মাথা ব্যাথা জ্বর কাশি বা ঠান্ডা আর কি ভালো করে

উত্তরদাতাঃ জি আর কোন অসুখ নেই আমার আর কি আমি ওইডা বলব কিভাবে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা অ্যা..

উত্তরদাতাঃ আমি খাওয়ার মধ্যে এটার জন্যেই খাই

প্রশ্নকর্তাঃআচ্ছা আচ্ছা তো আচ্ছা আপা আর একটা বিষয় একটু জানতে চাচ্ছিলাম (বাচ্চার কান্নার শব্দ) ধরেন একটা ওষুধ এ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালেন ধরেন বাচ্চা অসুস্থ হলো ওরে খাওয়ালেন, খাওয়া দাওয়ার পরে এই এ্যান্টিবায়োটিক ওষুধটা কি কওে আসলে শরীরে যেয়ে কি করে

উত্তরদাতাঃ শরীরে অসুখে যেরকম ই কাজ করে বা এগুলো খাইলে ভালো লাগে(বাচ্চার কান্নার শব্দ)

প্রশ্নকর্তাঃ হুম..মানে ওর শরীরে যে রোগ হয় কি জন্য হয় বা মানুষের শরীরে যে অসুখ হয় কি থেকে রোগ হয়

উত্তরদাতাঃ কি থেকে রোগ হয় সেটা কি করে বলবআমি (বাচ্চা কেঁদেই যাচ্ছে)

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা তাইলে এই যে এ্যান্টিবায়োটিক খাইলে (বাচ্চার কান্নাতে বোঝা য়ায় না) ওই যে ভালো হয় না? আচ্ছা আচ্ছা তো মানে এই যেএ্যান্টিবায়োটিক ওষুধগুলা মানে আপনারা কোন যায়গা থেকে আনেন?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ আনি আমি যে ডাক্তারে দেখাইছি সেই ডাক্তাররে বল্লাম একটু

প্রশ্নকর্তাঃ কোথাত থেকে আনেন মানে

উত্তরদাতাঃ এটা বাস্তর বাজার থেকেই আনি এখন..

প্রশ্নকর্তাঃ বেশির ভাগ সময় কি বাস্তুর বাজার থেকেই আনেন

উত্তরদাতাঃজি এখন বাস্তর বাজার থেকেই আনি মির্জাপুরের থেকে আনলে আপনার সমস্যা হয়

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ বেশি দূর হয়

প্রশ্নকর্তাঃআচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ তার জন্যে এখান থেকেই আনি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা এখান থেকেই আনেন তো এই বাস্তর বাজার থেকে যখন কিন্তে যান আপনার কোন রকমের প্রেস্ক্রিপশন লাগে

উত্তরদাতাঃ জি না প্রেস্ক্রিপশন লাগেনা ওই অষুধের নাম বল্লেই তারা দেয়

প্রশ্নকর্তাঃনাম বল্লেই দেয় তাই না

উত্তরদাতাঃ জি

প্রশ্নকর্তাঃ তো ওইটা যখন ওরা বিক্র করে তখন ওরা বলে যে কিভাবে এটা কত ঘন্টা পর পর খাবেন বা কয়দিন খাবেন এসব বলে দেয় বুঝায় দেয়?

উত্তরদাতাঃ জি বুঝায় দেয় তারা বলে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যা

উত্তরদাতাঃ জি বুঝিয়ে দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ কেমনে বুঝায় দেয় ওরা ওরাতো কোন প্রেস্ক্রিপশন দেয়না

উত্তরদাতাঃ অহনে বল্ ..আমার ওষুধ এটা বুঝিয়ে দেয় না এইটা খালি দিয়ে দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ কেন আপনাকে দেয়.. দিয়ে দেয়

উত্তরদাতাঃ অহন তারা কিয়ের জন্য আমি খাই সব সময় এজন্যে এলা তারা বলেনা নাকি

প্রশ্নকর্তাঃ এগুলোকি লেখা আছে আপনার কাছে

উত্তরদাতাঃ জি না

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আপনি যে খান কিভাবে খাবেন এটা কোন সময় ডাক্তার যিনি দিয়েছে উনি লিখে দিয়েছিল

উত্তরদাতাঃ যে ডাক্তার দিছিল এডা লেখে দিছিল আমাদের

প্রশ্নকর্তাঃ কোন জায়গা থেকে দিছিল এটা

উত্তরদাতাঃ এডা ঢাকা থেকে দিছিল

প্রশ্নকর্তাঃ ঢাকা থেকে দিছিল, উনি প্রেস্ক্রিপশন দিছিল

উত্তরদাতাঃ জি

প্রশ্নকর্তাঃ আপনিকি ওইটা দেখে খান নাকি হচ্ছে যে মানে এই ডাক্তাররা বলে দেয় (অন্য কেউ কথা বলছে)

উত্তরদাতাঃ জি না সেটা দেখেই খাই আমি

প্রশ্নকর্তাঃ দেখে খান . আর এখানে যারা দেয় ধরেন এইযে বাস্তর বাজারে যে সমস্ত পল্লি চিকিৎসক অথবা যারা ওষুধ বিক্রি করে ওনারা যখন দেয় ওনারা যখন বলে দেয় মুখে, তখন এটাতো ভূলে যেতে পারেন, তখন ওরা কি করে

উত্তরদাতাঃ ওরাও বইলা দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ বলে দেয়

উত্তরদাতাঃ জিগ্‌গাসা করলে বলে দেয় এইডার কথা

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাকে কোন চিহ্ন বা কিছু দিয়ে দেয়

উত্তরদাতাঃনা এইটার ভিতরে কোন চিহ্ন দিয়ে দেয়না

প্রশ্নকর্তাঃ পাতার মধ্যে এইযে কিছুক্ষন আগে বলতেছিলেন যে কেটে দেয়

উত্তরদাতাঃ ও সেটা হলো ও.. ওইযে এমনি ওষুধের মধ্যে এ্যান্টিবায়োটিক আছে এমনে নাপা ট্যাবলেট আছে এসনে কোন ট্যাবলেট থেকে থাকে হেডার মধ্যে কাইটা দেয় আর সিরাপ থাকলে লেইখা দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ কোন জায়গায় লেখে দেয় সিরাপ

উত্তরদাতাঃ সিরাপের ওইযে কাঠে... খাপ আছে খাপের মধ্যে লেইখা দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ খাপের মধ্যে লেইখা দেয়, কলম দিয়ে লেখে দেয়

উত্তরদাতাঃ জি

প্রশ্নকর্তাঃ আর কেটে দেয় বলতে কি বোঝাচ্ছেন আপা

উত্তরদাতাঃ কেটে দিয়ে ওইযে কেচি দিয়া দুই বেলা হলে দুই কাটা দিয়ে দেয় তিন বেলা হলে তিন কাটা দিয়ে দেয় একবেলা হলে এক কাটা দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ সুন্দর একটা জিনিস তো এখন যেটা জানতে চাচ্ছি আপা মানে আপনি যে এ্যান্টিবায়োটিক এযে বাচ্চাকে খাওয়ান মাঝে মধ্যে যদি খাওয়ান অথবা পরিবারের কেউ খায় কোন পছন্দ এ্যান্টিবায়োটিক আছে আপনার যে এই এ্যান্টিবায়োটিকটা ভালো ওষুধ কাজ করে এটা আমি খাব বা এটা আমি কিনব কিনার সময়

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা ওইটা আমি করিনা ডাক্তারের কাছে বলে বল্লেই দেয় সেটা আমি তাছাড়া....

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কি মনে করতে পারেন শেষবার কবে আপনাকে শেষবার কবে আপনাকে এ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছিল অথবা আপনার পরিবারের কে এ্যান্টিবায়োটিক খাইছিল ?

উত্তরদাতাঃ এইযে কিছুদিন আগেও জ্বর ঠান্ডা হইছিল তখন খাইছি আমি

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি

উত্তরদাতাঃ আষ্ট পুনেরো দিন আগে

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার হইছিল

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বর..

উত্তরদাতাঃ আপনার

প্রশ্নকর্তাঃ আর কি সমস্যা ছিল

উত্তরদাতাঃ জ্বর ছিল ঠান্ড ছিল

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা এ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে.. কয়দিনের মত ছিল

উত্তরদাতাঃ এটা আষ্ট দিন খাইছি

প্রশ্নকর্তাঃ কতগুলো ওষুধ ছিল আপনার

উত্তরদাতাঃ অনেকটি আছিল কয়টা আলা দশ পনেরোডা মনে হয়

প্রশ্নকর্তাঃ দিনে কয়টা করে ছিল আপা

উত্তরদাতাঃ দিনে তিন বেলায় খাওয়া লাগছে সেটা

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এগুলা কোন জায়গা থেকে আনছিলেন আপা

উত্তরদাতাঃ বাস্তর বাজার থাইকেই আনছিল

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা, মানে সেখানে কোন প্রেক্রিপশন ছিল নাকি..

উত্তরদাতাঃ জ্বি না এটার কোন প্রেক্রিপশন ছিলনা

প্রশ্নকর্তাঃ ছিলনা আচ্ছা কত টাকা লাগছিল খেয়াল আছে

উত্তরদাতাঃ খেয়াল নাই কত টাকা দিয়ে আনছিল এলা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা দাম কি বেশি নাকি কম মনে হয়

উত্তরদাতাঃ এখানের ওষুধতো দাম বেশি (অন্য কেউ কথা বলছে)

প্রশ্নকর্তাঃ দাম বেশি না ?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কিজন্য দাম বেশি অন্যান্য জায়গায় ধরেন টাঙ্গাইল বা অন্য জায়গায় কি দাম কম নাকি বাস্তর একিই

উত্তরদাতাঃনা ওইখানেও যে দাম এইখানেও হেই একিই দাম

প্রশ্নকর্তাঃ এইখানেও দাম

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু এমনে সাধারন ওষুধ, যে ধরেন একটা জ্বর হইলে নাপাও তো খাইতে পারতেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাকে যখন এ্যান্টোবায়োটিক দিছে, যে এ্যান্টোবায়োটিক এই ওষুধের দাম কি নাপা বা অন্যান্য সাধারন ওষুধের চেয়ে বেশি?

উত্তরদাতাঃ কি জানি ঐটে আমি বলতে পারলাম না। আনিনা তো আমি সেইটা আমি..

প্রশ্নকর্তাঃ না, আপনি তো খাইছেন আপা, এই যে ৮দিন যে খাইছেন এ্যান্টোবায়োটিক, এইটা দাম কি অন্যান্য সাধারন ওষুধের ধরেন নাপা বা ..

উত্তরদাতাঃ নাপার চাইতে ঐডের দাম বেশি।

প্রশ্নকর্তাঃ বেশি, না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইটা কি, কি হইলে ভাল হয়? কম হইলে ভাল হয় নাকি যা আছে ঠিক আছে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি এইডে ঠিক আছে এইডে।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে দাম বেশি বলতেছেন, কিন্তু এইটা যদি একটু কমায় ভবিষ্যতে, কোনভাবে যদি কমে, তাহলে ভাল হয় না..

উত্তরদাতাঃ কমলে তো সব ওষুধই কমলে ভাল হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা (হাসি)।

উত্তরদাতাঃ রোগীদের মতে কমলে সব ওষুধই কমলে ভাল হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এমনে সাধারন ওষুধের আপনি বলতেছেন যে এ্যান্টোবায়োটিক এর দাম একটু তুলনামুলকভাবে বেশি?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটাই বলতে চাচ্ছেন, না? আচ্ছা। তো আপনাকে ওষুধগুলা দিছিল ডাক্তার, এই যে বাশতলের এইখান থেকে যারা এইযে ওষুধগুলা যারা দিছিল হ্যা? তো সেইটা খেয়ে আপনি কি ভাল হইছিলেন আপা?

উত্তরদাতাঃ হ্যা ভাল হইছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। কয়দিন লাগছিল ভাল হইতে জ্বর কাশি এইগুলা?

উত্তরদাতাঃ ৮দিন লাগছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ যে কয়টা ওষুধ দিছিল, আপনি কি সবগুলা খাইছিলেন না অর্ধেক?

উত্তরদাতাঃ না, সবগুলাই খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। সবগুলা, মানে কয়দিনের ছিল এইটা?

উত্তরদাতাঃ এইডা আষ্টদিনের (আট দিনের) ছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ ৮দিনই খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ নাকি অল্প করে কিছু আনি খাইয়ে ৪/৫ খেয়ে ভাল হয়ে গেছেন আর খাননাই?

উত্তরদাতাঃ না, আট দিনই লাগছিল আমার ভাল হইতে।

প্রশ্নকর্তাঃ খেয়াল আচে আপা? আট দিনই খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যা, এই আটদশ দিন আগে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, তারপরে মানে সুস্থ্য হইছিলেন ঐগুলা খায়ে না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, এই যে আপনারা যখন এ্যান্টোবায়োটিক কিনে আপা আনেন যখন খান এইযে আপনার জ্বর বা ঠান্ডা কাশির জন্য বা বাচ্চার বা শশুর শাশুড়ী কারো জন্য, এ্যান্টোবায়োটিক যদি খাইতে খাইতে ভাল হয়ে যান, সেসময বলতেছিলেন যে ভাল হয়ে গেলে টাকার জন্য আমরা আনিনা অল্প করে আনি?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ যেয়ে তার পরে আনি অথবা আনলাম আনার পরে খাইতেছি, খাইতে খাইতে দেখা যাচ্ছে ওষুধ কিছু রয়ে গেলো, সুস্থ্য হয়ে গেলেন বা ভাল হয়ে গেলেন, তখন কি আপনি ইয়ে করেন ওষুধগুলা রেখে দেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যা রেখে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন রেখে দেন এইগুলা?

উত্তরদাতাঃ রেখে দিই, পরবর্তীতে খাওন লাগবোনা?

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এ্যান্টোবায়োটিক আছে না? সেইগুলা থাকলে ফিরা দিওন যায়। কিন্তু আমারটা আমি রাইখা দিই, ঐডে আমার সবসময় লাগেই।

প্রশ্নকর্তাঃ আর এ্যান্টোবায়োটিক বা অন্য ওষুধ যেইগুলা আছে ঐগুলা?

উত্তরদাতাঃ ঐটে না লাগলে ফিরেয় দিতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কাকে? দোকানে?

উত্তরদাতাঃ হু দোকানে দিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ফেরত দিলে ওরা ঐটা নেয়?

উত্তরদাতাঃ হ্যা নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ টাকা দেয়?

উত্তরদাতাঃ টাকা দেয় বা না হলে আবার থুয়ে আসি, আবার নিতেই হবে যে ওষুধ পাতি সব সময় লাগেই আমাদের।

প্রশ্নকর্তাঃ উনার হিসাবটা উনি কিভাবে রাখে?

উত্তরদাতাঃ হেয় ঐডে হের হিসাব আছে। খাতা আছে খাতার মধ্যে লেইখা রাখে।

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে যেই দামে কিনছেন সেই দামই ..

উত্তরদাতাঃ সেই দামেই রাইখে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ সেই দামেই রাখে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ না কিছু কম দামে রাখে?

উত্তরদাতাঃ না ঐটা কম দামে রাখে না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা, ঐদামেই ই করে, না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো এখন এই মুহুর্তে ঘরে কিছু আছে এ্যান্টোবায়োটিক আপা?

উত্তরদাতাঃ না এখন এ্যান্টোবায়োটিক নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আপনি যেইটা খান ঐটা ছাড়া মানে আপনার শশুর শাশুড়ী বা বাচ্চার কোন এ্যান্টোবায়োটিক খাওয়াইছিলেন কিছুদিন আগে কিছু রয়ে গেছে এইরকম আছে কিছু?

উত্তরদাতাঃ আমার বাচ্চার তো নেই। হেগো এলা আছেনি সেইটা কি করে বলি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা তাহলে আমি ঐটা একটু পরে দেখবো। মানে আমাদের এইটাও একটা মানে গবেষনার একটা অংশ দেখা। তো আমি একটা বিষয় আপা একটু জানতে চাচ্ছিলাম, এ্যান্টোবায়োটিক মেয়াদ উত্তির্ন হওয়ার একটা তারিখ থাকে, মেয়াদ থাকে একটা এ্যান্টোবায়োটিক ওষুধের গায়ে।

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা সম্পর্কে আপনি জানেন মানে মেয়াদ কোথায় লেখা থাকে বা কি থাকে? এইটা লেখার কারনটা কি?

উত্তরদাতাঃ মেয়াদ লেখা থাকে, ভাঙলে সেইটা হলো ডাক্তারে বইলা দেয় এইটা ভাঙলে ৭দিনের বেশি খাওয়াইলে ঐটার মেয়াদ শেষ হইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ বা হইলো একটা ওষুধের না ভাঙলে সেইটা ডাক্তারের কাছে ফিইরা দিতে হবে। ঘরে রাখলে ঐডার সমস্যা আছে, এভাবে বলে ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। মানে ধরেন একটা ওষুধের মেয়াদ চলে গেলো ঐটা খাওয়াইলে কি সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ কি সমস্যা হইতে পারে, অসুখ বিসুখ হইতে পারে। এমনে কোন সমস্যা হইতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ কিরকম সমস্যা হইতে পারে? (বাচ্চা অর্থহীন আওয়াজ করে)

উত্তরদাতাঃ এমনে কি সমস্যা, অসুখ বিসুখ হইতে পারে, এমনে কি সমস্যা হইতে পারে এল্লা ঐটা তো..

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন একটা ওষুধের মেয়াদ চলে গেলো..

উত্তরদাতাঃ জ্বি। ঐটা খাওয়াইলে মানুষ, বাচ্চারা মারাও যেতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ মারাও যেতে পারে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ যে ৭দিন, এইটার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এইটা যদি কেউ খায়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি ঐটা বাচ্চারা মারাও যেতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ মারাও যেতে পারে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কি জন্য মনে হচ্ছে মারাও যেতে পারে?

উত্তরদাতাঃ আমার মনে হয়না। ডাক্তাররাই বলছে তাই আমার মনে আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথাকার ডাক্তার বলছে এইটা?

উত্তরদাতাঃ এইখান কার ডাক্তারই যে অনেক দিন ঘরে রাখলেও এইটা খাওয়া যাইবোনা। বিষাক্ত হয়ে যাইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ বিষাক্ত হবে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এরা কি হাটের ডাক্তার আছে এরা বলছিল নাকি ইয়ে বলছে পাশ করা ডাক্তাররা?

উত্তরদাতাঃ জ্বি এইখানকার ডাক্তাররাই বলছে।

প্রশ্নকর্তাঃ বাশতলের যারা, পল্লী চিকিৎসক যারা?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো এইটা তো একটা ক্ষতি বিশাল একটা ক্ষতি যে এ্যান্টোবায়োটিক মানুষকে একদম, মারাও যেতে পারে, এইটা একটা জানলাম, আর কোন ক্ষতি কি করে আপা?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা সেইটা, আর কি ক্ষতি করতে পারে?

প্রশ্নকর্তাঃ এ্যান্টোবায়োটিক যদি, আমরা জানিনা যে ওষুধের রিএ্যাকশন হয়? ওষুধ খেলে অনেক ধরনের রিএ্যাকশন হতে পারে? ভুল ওষুধ খাইলে ই খাইলে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এ্যান্টোবায়োটিক তো এইরকম একটা ওষুধ, এইটা যদি কেউ খায় তাইলে যদি এইটার মেয়াদ চলে যায় বা যদি এ্যান্টোবায়োটিকটা খায় হ্যা? তাহলে কি সমস্যা হইতে পারে আ্পা? একটা বললেন যে মারা যেতে পারে, এইটা তো একদম শেষ পরিনতি, এর আগে কি হতে পারে, মারা যাওয়ার আগে?

উত্তরদাতাঃ সেইটা আর কিছু বলতে পারলামনা। এহন ডাক্তাররা বলে যে এইটা বিষাক্ত হয়ে যায়। এইজন্যেই্ আর কিছু বলতে পারলামনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ঠিক আছে। তো এখন যেইটা জানতে চাচ্ছি আপা, আপনার বাসায় এই যে গরু এবং মুরগী আছে হ্যা?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনার প্রানীগুলো কি এখন সুস্থ্য আছে, ভাল আছে এরা?

উত্তরদাতাঃ হ্যা তারা ভালই আছে এখন।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে যখন্ ধরেন আপনি, এই প্রায়ই গরু বা মুরগী অসুস্থ্য হয় তখন এইগুলোকে যখন চিকিৎসা করতে হবে, ওষুধ খাওয়াতে হয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়না?

উত্তরদাতাঃ হ্যা নিতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ একটা ট্রিটমেন্ট দরকার বা এরে ওষুধ খাওয়াবো?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এই ডিসিশান টা কে নেয় সিদ্ধান্তটা?

উত্তরদাতাঃ সিদ্ধান্ত নেয়, বাড়ির গার্জিয়ান হেয়ই নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ গার্জিয়ানটা কে? মানে কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ আমার শশুর।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার শশুর। প্রায়ই সময় কি শশুর নেয় নাকি অন্য কেউও নেয়?

উত্তরদাতাঃ হেয়ই নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ উনিই নেয়?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। মানে কি ধরনের ওষুধ আপনি ওদেরকে দেন, খাওয়ান?

উত্তরদাতাঃ এহন আছে, ডাক্তার আছে, আমার মামা শশুর আাছে। সে বাড়ির কাছেই। হেতি দেয় আমরা আইনা খালি খাওয়াই। কি ওষুধ নাম কি তা বলতে পারবোনা।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এই ধরনের ওষুধ খাওয়াইতে হবে মানে কি ধরনের ওষুধ দেন তাদেরকে? এ্যান্টোবায়োটিক দেন? নাকি হচ্ছে কি কি খাওয়ান? স্যালাইন বা ভিটামিন না কি দেন?

উত্তরদাতাঃ স্যালাইনও দেয় ভিটামিনও দেয় আবার এমনে ট্যাবলেটও দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ট্যাবলেট দেয়, না? এ্যান্টোবায়োটিক জাতীয় ট্যাবলেট কি খাওয়ান তাদেরকে?

উত্তরদাতাঃ সেইটা কি আমি এইডা বুঝতে পারলামনা। ডাক্তারে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কিছু পাওয়ারের দামী ওষুধ যদি...

উত্তরদাতাঃ হ্যা দামী ওষুধও দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ দেয়, না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ একটা ওষুধের দাম কত ধরে? দামী যেইগুলা?

উত্তরদাতাঃ একটা আছে আমার কাছে তো পাইকারী হিসেবে নেয়, হেয় হইলো আমার আবার আত্মীয় আছে। এহন একটা আছে ৫টাকাও আছে, আবার স্যালাইন আছে, স্যালাইনের দাম এল্লা কত নেয় তাও কইয়ারলাম না (বলতে পারলাম না)।

প্রশ্নকর্তাঃ আমি বলতেছি একটু পাওয়ারের, দামী ওষুধ, মানুষের যেমন এ্যান্টোবায়োটিক এইযে বাচ্চার জন্য অনেক দাম বললেন?

উত্তরদাতাঃ সেইটা আমি তো টাকা দিইনা, আমি বলতে পারলামনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। সেইটা বুঝতে পারছি। আচ্ছা মানে মানুষের জন্য এ্যান্টোবায়োটিক আছে, গবাদী পশুর জন্য মুরগীর এইরকম এ্যান্টোবায়োটিক আছে, হ্যা?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইধরনের কোন এ্যান্টোবায়োটিক কি খাওয়াইছেন ওদেরকে?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কি আপনার এই আসার পর দেখছেন যে এ্যান্টোবায়োটিক এই ধরনের পাওয়ারের ওষুধ খাওয়ানো হইছে?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ দেখেন নাই, না?

উত্তরদাতাঃ উহু।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আপনি খেয়াল করতে কি পারবেন আপা কোন সময় কি খাওয়ায়নাই? কোন অসুখ হইনাই ওদের?

উত্তরদাতাঃ না আমাগে গরু আনছি মতন ঐটারই কোন সমস্যাই হয়নি।

প্রশ্নকর্তাঃ আজকে কতদিন হইলো আপা গরু আনছেন?

উত্তরদাতাঃ গরু আনছি দুই বছর হইলো।

প্রশ্নকর্তাঃ দুই বছরের মধ্যে গরুর কোন ধরনের ধরেন পাতলা পায়খানা বা গায়ে গোটা টোটা ওঠা বা কোন সমস্যা?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা ঐটা হ্য়নি।

প্রশ্নকর্তাঃ হয়নি?

উত্তরদাতাঃ হয়নি।

প্রশ্নকর্তাঃ বা ডেলিভারী করতে গিয়ে কোন সমস্যা?

উত্তরদাতাঃ ডেলিভারী হওয়াইতে গিয়ে সমস্যা হইছিল। ডাক্তার আনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কি হইছিল আপা?

উত্তরদাতাঃ এমনে দেরী হইছিল পরে ডাক্তার আ্ইছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ এসে ডেলিভারী করাইছে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো করানোর পরে তাকে টাকা দিতে হইছে?

উত্তরদাতাঃ দিতে হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কত টাকা?

উত্তরদাতাঃ ৫০০ নাকি দিছে। ৫০০ দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ কি দিছিল ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ না ওষুধ দিছিলনা।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ দেয়নি?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আর ঐ ডাক্তারের নাম কি? ঐটা কোথাকার ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ ঐটা এইখানেই .....।

প্রশ্নকর্তাঃ .....?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো উনি কি কোন পাশ করা বড় ডাক্তার নাকি কোন ছোট খাট গ্রাম্য?

উত্তরদাতাঃ এমনি গ্রাম্য ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তাঃ গ্রাম্য ডাক্তার। উনাদের পড়াশুনা কি? .....উনাদের?

উত্তরদাতাঃ কি জানি পড়াশুনা কি আমি তো বলতে পারলামনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো এখন যেইটা জানতে চাইছি আপা, এইযে গরুদেরকে যদি কোন সময় ওষুধের প্রয়োজন হয়, যখন ওষুধগুলো দেন, সেইগুলা আপা কোন জায়গা থেকে কিনেন এইগুলা?

উত্তরদাতাঃ বাশতল বাজার থেকেই কিনি, এইখান থাইকাই কিনি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইখানে গরুর ওষুধ আছে?

উত্তরদাতাঃ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ মুরগীর ওষুধ?

উত্তরদাতাঃ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আছে এইগুলা আছে, না? তো এইটা কেনার সময় কোন প্রেসক্রিপশান লাগে? কোন কাগজ?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ যারা দেয় ওরা কিভাবে দেয় ওষুধগুলা?

উত্তরদাতাঃ ওরা বললেই দেয় যে গরুর এই সমস্যা হইছে, তাই তারা বললেই তারা ওষুধ দিয়া দেয় খালি।

প্রশ্নকর্তাঃ দিয়ে দেয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ঐটা কেমনে খাওয়াবেন এইটা কোথায় লিখে দেয়?

উত্তরদাতাঃ বইলা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ বইলা দেয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আমি তো ভুলেও যেতে পারি?

উত্তরদাতাঃ (হাসি)

প্রশ্নকর্তাঃ আমি এখন কিনে নিয়ে আসলাম, তো বাজার থেকে আসতে আসতে ধরেন আমি একটা গান শুনতে শুনতে আসতিছি।

উত্তরদাতাঃ (আবার হেসে দেয়)

প্রশ্নকর্তাঃ আসতে আসতে আমি ভুলে গেলাম যে এই কয়বার বলছে আমি তো ভুলে গেছি। তখন কি হয়?

উত্তরদাতাঃ বাড়ির কাছে থাকতে পারে আবার জিজ্ঞেস করে।

প্রশ্নকর্তাঃ জিজ্ঞেস করে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কোন চিহ্ন বা ইয়ে দেয় যেমন মানুষের সময় বলছেন যে কেটে দেয় বা দাগ দিয়ে দেয়?

উত্তরদাতাঃ না ঐটার মধ্যে কোন চিহ্ন নাই। একটা বা দুইডা ট্যাবলেট দিয়া দেয়, এইরমভাবে খাওয়াইতে হবে বা কি এইটুকই বইলা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ যদি কোন কঠিন অসুখ হয় তাহলে?

উত্তরদাতাঃ কঠিন অসুখ হয়নি তো আমি বলবো কি করে?

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে প্যারছি। তো মানে খরচ কেমন আপা? মানুষের তুলনায় গরুর চিকিৎসার জন্য খরচ বেশি না কম?

উত্তরদাতাঃ কম ঐডার চাইতে। মানুষের চাইতে গরুর তো কম।

প্রশ্নকর্তাঃ কম, না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু অনেকে তো বলে যে মানুষের চেয়ে গরুর চিকিৎসার জন্য অনেক ডাক্তারের ভিজিট অনেক? ইয়ে মানে আপনার কি মনে হয়, বেশি না কম?

উত্তরদাতাঃ বেশিও নেয় অহন আমার তো কঠিন রোগ হইনাই গরুর অহন পর্যন্ত আমি বুঝিনে ঐটে যে বেমি কত বা কেমনে কি নেয় বা কি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এই যে কোন সময় কি গরুর বা মুরগীর কোন অসুখ হইছিল যে কয়েকদিনের জন্য ওষুধ দিছিল আপনি খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ খেয়াল করতে পারেন আপা?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা সেইটা অহনও খাওয়াইনাই তো।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এইযে গরু আনছে দুই তিন বছর এ্রই মধ্যে হয়নি কোনবার?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। মানে এ্যান্টোবায়োটিক কি কোন সময় খাওয়াইছেন গরুকে?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। এ্যান্টোবায়োটিক রেজিস্টেন্ট একটা শব্দ আছে আপা, মানে হচ্ছে যে ধরেন এ্যান্টোবায়োটিক আপনাকে ডাক্তার দিছে আপনার অসুস্থ্যতার জন্য, বাচ্চার বা শশুর শাশুড়ীর যে কারো অসুস্থ্যতার জন্য কিন্তু অসুখ ভাল হচ্ছেনা, ওষুধ খাচ্ছেন কিন্তু অসুখ ভাল হচ্ছেনা, তে এই যে একটা রোগ প্রতিরোধ মানুষের যে একটা ইয়া ক্ষমতা বা ইয়ে নষ্ট হয়ে গেলো, যে ওষুধ খাচ্ছে কিন্তু অসুখ ভাল হ্চেছ না, রেজিস্টেন্ট হয়ে গেছে..

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইটা বলতে আপনি কি বুঝেন আপা যে ওষুধ খাচ্ছেন কিন্তু অসুখ ভাল হচ্ছেনা, এইটা কেন হয়?

উত্তরদাতাঃ এহন কেন হয় যেইটা কাজে লাগবো সেইটা হয়তো খাইতে পারি নাই। যেইটা কাজে লাগবো সেইটা (বোজা যায়না..৪৭.৫৬) ঐ ওষুধটায় কাজ হইবো দেইখাই কাজ হইতাছেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ না ধরেন ডাক্তারতো ধরেন পাশ করা ডাক্তারের কাছে গেলেন, মির্জাপুর বা ঢাকা?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ সে একটা দামী ভাল এ্যান্টোবায়োটিক দিল যে আপনি এইটা খান আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু আাসার পর আপনি ওষুধটা খাচ্ছেন, হয়তো আগেও এইধরনের ওষুধ খাইছেন, কিন্তু আপনার অসুখ ভাল হচ্ছে না, কেন ভাল হচেছ না? কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ এহন ভাল হচ্ছেনা কি জন্য সেইটা কি করে বলবো আমি!

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার একটা ধারনা যে ওষুধ তো আপনি খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ খাইছি, হয়তো রোগটা বড় হয়ে গেছে ঐটা আর কাজ হবেনা। সেইটাই বুঝি আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন কি করতে হবে? রোগতো বড় যেহেতু হয়ে গেছে এখন কি করতে হবে?

উত্তরদাতাঃ বড় ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে সেইটাই বুঝি আমি।

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন বড় ডাক্তারের কাছে গেলেন, আবার ডাক্তার বললো আচ্ছা ঠিক আছে এইটা ইয়ে করে আমি আরো একটা ওষুধ দিয়ে দিলাম, তখন দুইটা ওষুধ খাচেছন, আগেরটাও প্লাস আরো একটা, তখনও ভাল হচ্ছেনা, তাহলে কেন ভাল হচ্ছেনা আপা? মানে কি মনে হয় আপনার?

উত্তরদাতাঃ সেইটা আর কি করবো, ওতো শেষই আর কি করার।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এই যে তার যে রোগ শরীলে হইলে আর ভাল হয়না, এইটা কেন ভাল হয়না, কি মনে হয় আপা? একটা ঘা হইলো বা কাটা হইলো ওষুধ দিচ্ছে খাচ্ছে কাটা এইটার জোড়া লাগতেছেনা বা শুকাচ্ছেনা বা ঘা টা শুকাচ্ছেনা, কি জন্য মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ না সারতে পারে বা কি সারাজীবন এরকম থাকতে পারে, সেইটাই মনে করি। এইযে আমার অসুখটা যেমন আজীবন যে পর্যন্ত বাচে থাকবো এই পর্যন্ত থাকবোই আমার যেইটা ই মনেহয় সেইটা।

প্রশ্নকর্তাঃ না, কিন্তু ওষুধ যে দিচ্ছে পাশ করা বড় ডাক্তার ওষুধটাতো ভাল হওয়ার কথা কিন্তু..

উত্তরদাতাঃ ভাল হওয়ার কথা, এই যে খাইতাছি ভাল তো হইতাছেনা, খালি টাকাই যাইতাছে, টাকা অভাবে খাইতেও পারিনে সময় মুতন।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে কেন এইটা হচ্ছে যে ওষুধ তো ঠিকই খাচ্ছেন কিন্তু ভাল হচ্ছে না, কেন?

উত্তরদাতাঃ হচ্ছেনা কিহের লাইগে এহন আপনার কাছে দাবী এইটা রইলো ..

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা.. (হাসি)

উত্তরদাতাঃ যে ভাল হচ্ছেনা কিহের লাইগে এইডে আপনেরাই বুলে দিবেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আমি তো ডাক্তার না আপা! এইটা আমারও জানার জিনিস আসলে আপনারা তো অনেক বছর ধরে অভিজ্ঞতা। আপনারা এইটা তো ভাল জানবেন, হ্যা? আচ্ছা, তো এখন ধরেন একটা তো ওষুধ খাচ্ছেন, যাতে অসুখটা তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায়, এই জন্য আমরা কি করতে পারি? মানে ওষুধ খাচ্ছেন রোগ ভাল হচ্ছে না, তাড়াতাড়ি যেন ভাল হয় এই জন্য কি করা যায়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি আপনারা এহন সেইটা পরামর্শ করতে পারেন।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আপনার সাথে একটা পরামর্শ আরকি, আপনার কি মনে হয় যে ওষুধ খাচ্ছি আমি, আমি আশা করতিছি যে রোগটা যেন ভাল হয়ে যায় এই জন্য আমরা কি করতে পারি আপা বলেন?

উত্তরদাতাঃ আপনারা ভাল একটা ওষুধের পরামর্শ দিতে পারেন। বা সরকারের সাথে বুঝতে পারেন যে এই ওষুধে তো হের অসুখ বা টেকার অভাবে খাইতে পারেনা তাই ওষুধের দাম কিছু যেন কমতে পারে সেইটাই বলবেন আপনারা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এইটা গেলো একটা হচ্ছে দাম কমানো একটা হলো ভাল ওষুধ একটা আর কিছু বাইর করা বা কিছু করা?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কি করা যেতে পারে আপা?

উত্তরদাতাঃ আর কি করবো!

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন একটা ওষুধ বাইর করতে তো অনেক সময় লাগে।

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন কয়েক বছর বা বেশ কয়েক বছরও লাগতে পারে। এইটা কতটুক লাগে এইটা আসলে আমি ঠিক জানিনা, কিন্তু যদি এই সময়ের মধ্যে আপনাকে তো বাজারে যে ওষুধ আছে বা যেগুলা খায়া আপনি একসময় ভাল হইছিলেন বা ভাল হচ্ছেন, এই ওষুধগুলাকে খাওয়ার ক্ষেত্রে বা হচ্ছে আপনার দ্রুত যেন ভাল হয়ে যেতে পারেন এই জন্যে আর কি কি পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে?

উত্তরদাতাঃ এহন ব্যবস্থা আমি যে বললাম যে ঐডা আপনারা দেখপেন বা সরকার দেখপো (দেখবে) যে একটা অসুখ তার ভাল হইতাছেনা। কি করনীয় তারা করবো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু আচ্ছা। (পাশে অন্য একজন মহিলার কথা শুনা যায়, তেমন বোঝা যায় না)। তো আপা আজকে মানে এ্যান্টোবায়োটিক নিয়ে আমাদের কিছু জানার ইয়ে ছিল। তো এ্যান্টোবায়োটিক সম্পর্কে আপনার কিছু আর বলার আছে যে এ্যান্টোবায়োটিক আসলে কি? আমরা যে ..

উত্তরদাতাঃ জ্বেনা, ঐটে আমি আর বুঝতে পারছিনা। ঐডে আমি বেশি খাইওনা, ঐটে আমি বুঝিওনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ঐডে বুঝবো ডাক্তার, এখন আমরা কি ঐডে বুঝি যে কি সমস্যা হয় না হয়!

প্রশ্নকর্তাঃ হু, আচ্ছা আচ্ছা, তো আপা ভাল থাকেন, আমাকে অনেক সময় দিলেন। আসলে আমি হচ্ছে যে কিছু ওষুধ সম্পর্কে, এই ধরনের এ্যান্টোবায়োটিক ব্যবহার সম্পর্কে আপনার ইয়ে করেন এইটা সম্পর্কে আমার জানার ছিল। তো আমার কাছে কি আপনার কোন কিছু জানার আছে আপা?

উত্তরদাতাঃ না আপনার কাছে কি জানার আছে! ঐযে বললাম যে আপনার কাছে দাবী রইলো একটা যে যেকোন অসুখের যেন ভাল ওষুধ হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি।

উত্তরদাতাঃ ওষুধের দামডা কিছু কমে, এই জন্যে আপনার কাছে দাবী রইলো ঐটাই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আমরা তো আসলে গবেষণা করতিছি, দেখা যাক ইনশাল্লাহ। আমরাও আশা করি যে এর থেকে ভাল কিছু একটা বের হবে।

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনারা অনেক সময় দিলেন আমাকে। ভাল থাকেন সুস্থ্য থাকেন। আপনার বাচ্চা কাচ্চা, আপনার পরিবারের সবাই ভাল থাকুক এইটা দুয়া করি। তো আমার জন্যও দুয়া করবেন। ভাল থাকেন। স্লামালাইকুম।

উত্তরদাতাঃ অয়ালাকুম আস্সালাম।